~~Beng 451~~
14131.c.4 (1–9)

পুনর্ব্বিবাহ নাটক।

শ্রীগুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

গৌড়ীয় যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সন ১২৬৯ সাল।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

Beng 451

পুনর্ব্বিবাহ নাটক।

Guruprasanna Vandyopadhyaya

শ্রীগুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

গৌড়ীয় যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সন ১২৬৯ সাল।

মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

BRITISH MUSEUM

আভাষ।

বঙ্গদেশ ক্রমশঃ বিদ্যার বিমল বিভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গবাসিগণের মধ্যে অনেকে বিদ্যা বুদ্ধি প্রভাবে দেশ বিদেশে বিলক্ষণ লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইতেছেন। কিন্তু আজিও অনেক গুলিন কুরীতি বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকায় ও তন্নিবন্ধন ভুরি ভুরি অনিষ্ট সংঘটন হওয়ায় আধুনিক সভ্য প্রধান ইংরাজ প্রভৃতি জাতীয়েরা বঙ্গবাসীদিগকে অসভ্য ও কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। বঙ্গবাসি গণ যখন অনেক বিষয়ে ভূমণ্ডলের অনেক দেশে সুপ্রশংসিত হইতেছেন, তখন কুরীতিবশীভূত হইয়া অন্যান্য সদ্‌গুণ সকলকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা তাঁহাদের কোন ক্রমেই উচিত নহে। কুরীতি সকল শীঘ্র উচ্ছেদ করিতে না পারিলে বাঙ্গালিদিগের অত্যন্ত লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে কতগুলি এমত কুরীতি আছে যাহা বিদেশীয়েরা শ্রবণ করিলে তাঁহাদের নিকট বাঙ্গালিদের লজ্জায় মুখ দেখান ভার হয়। অতএব সেই সকল লজ্জা নিবারণে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া কৃতবিদ্য বাঙ্গালিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সন্দেহ নাই। নতুবা তাঁহাদের মুখোজ্জ্বল কিসে হইবে? আমি ইতি পূর্ব্বে বাঙ্গীয় কুরীতি গর্ভ "বৌহওয়া বড়দায় গঞ্জনায় প্রাণ যায়" নামক এক খানি নাটক রচনা করিয়া পাঠক সমাজে অর্পা করিয়াছি। সম্প্রতি পুনর্ব্বিবাহ নাম দিয়া এই নাটক খানি প্রণয়ন পূর্ব্বক প্রচার করিলাম। বঙ্গবাসিগণের পুনর্ব্বিবাহ প্রথা যে কি পর্য্যন্ত ঘৃণিত ও লজ্জাকর তাহা আর বলিবার নয়। তাহা কি এখনও প্রচলিত রাখা উচিত? পুনর্ব্বিবাহ উৎসব নিবন্ধন বঙ্গীয় অঙ্গনাগণের বিলক্ষণ অসভ্যতাচরণ ও নির্লজ্জতার বিষয় প্রকাশ পায়, ইহাও ঐ অঙ্গনাগণের শিক্ষাভাব বৈ আর কিছুই প্রতীয়মান হয় না। যাহা হউক আমার এই নাটক পাঠে পাঠক-

গণের মধ্যে যদি একজনও উক্ত কুরীতি বিষয়ে ধিক্কৃত হইয়া তৎসংশোধনে চেষ্টিত হন, তাহা হইলেও আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বোধ করিব। রচনা বিষয়ে আমার ক্ষমতা অতি অল্প, সুতরাং এই নাটক নির্দ্দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু গুণিগণ দোষাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুণভাগ গ্রহণ করেন বলিয়াই আমি সাহস পূর্ব্বক এতৎ প্রচারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ইতি।

কালিঘাট।
১৪ ই আশ্বিন ১২৬৯ সাল।

শ্রীগুরুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুনর্বিবাহ নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী।—বাল্যকালে ধরিয়াছি সন্ন্যাসীর বেশ।
ভ্রমি ভ্রমি পক্ক হলো মস্তকের কেশ ॥
কোথা গয়া কোথা কাশী কোথা বৃন্দাবন।
বৈদ্যনাথ আদি তীর্থ করি পর্য্যটন ॥
অনাহারে শরীর হইল স্বল্পবল।
আর এতে ফল নাই মুষ্টি ভিক্ষা ফল ॥
এসব দুঃখের কথা বলি কার কাছে।
কম্বল সম্বল মাত্র সঙ্গে সঙ্গে আছে ॥
মরি কি সন্ন্যাস ধর্ম্ম বুক যায় ফেটে।
দুহাতে পড়িল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে ॥
সিদ্ধিজন্য সিদ্ধির নামেতে হই খুন।
সিদ্ধির কপালে দেই জ্বলন্ত আগুন ॥
বুদ্ধি গেছে লোপ হয়ে খেয়ে খেয়ে গাঁজা।
বিধাতা দিয়াছে তার উপযুক্ত সাজা ॥
জানিনা যে সুখনিশি হইয়াছে ভোর।
লাভে হতে হয়েছি প্রকাণ্ড নেশাখোর ॥
হায়রে বিধাতা তোরে বলি হারি যাই।
বিফলেতে গেল জন্ম গায়ে মেখে ছাই ॥

হায়রে হৃদয় তোর এই ছিল মনে।
কেন মতি হলো তোর কৌপীন ধারণে॥
সংসারে নয়ন তুই কি যন্ত্রণা পেয়ে।
এপথে আইলি তোর দুটি চক্ষু খেয়ে॥
এত ভ্রমি চরণ তোমার নাহি শ্রম।
কি দুঃখে ত্যজিলে বল সংসার আশ্রম॥
দুর্জ্জয় জঠর জন্য ভ্রমি ঠাঁই ঠাঁই।
দৈব ফলে মুষ্টি ভিক্ষা কোথা নাই পাই॥

এতে সুখ্‌ত এই, তবু যদি মুক্তি ফল পাবার আশা থাক্‌তো তবু ত ভাল, তা ফলের নামে অষ্টরম্ভা পেলেম এবং সেই অষ্টরম্ভার লক্ষণ গুলিও দেখা দেচে।

নিত্য গাঁজা খেয়ে খেয়ে লক্ষ্মী গেছে ছেড়ে।
পৃথিবীর অলক্ষণ আছে সব বেড়ে॥
দিব্য বস্ত্র কৌপীন কটিতে সুশোভন।
বিষাদ বিভূতি মুখে করেছি লেপন॥
মহা কষ্ট যজ্ঞকাষ্ঠ আছে রাশি রাশি।
হুতাশের হুতাশন জ্বলে দিবা নিশি॥
ভাবনা হয়েছে কুণ্ড নিত্য জ্ঞান স্থলে।
বাসনা অপূর্ব্ব ঘৃত অনুতাপে গলে॥
চিন্তা রূপ জপমালা ধরিয়াছি করে।
মনে মনে হাহাকার বিভুগুণ স্বরে॥

আর যত হক্‌ না হক্‌ লোকে চতুর্ব্বর্গের চাট্টি ফল পায়, কিন্তু আমার কি কপাল আমি আট্টি ফল পেয়ে তাদের অষ্টরম্ভা নাম করণ করেছি। ঐ যে বলেছিল যে "বিধির যখন বাদ হয় যে ডাল ধরে সেই ডাল ভাঙ্গে"। আমার বাবা আমাকে ছেলে-

বেলা পৈতে দিয়ে তিনি মনে করেছিলেন "বাপ্‌কা বেটা সেপাইকা ঘোড়া" আমার ছেলে অবিশ্যি সন্ধ্যা আহ্নিক কর্‌বে, তা আমিও তাঁর আশায় এক কুলো ছাই না দে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেছি। ছেলের অগাদ বিদ্যা কি না! তা না হলে মুক্তিমার্গ পাবার আশয়ে আপনারদিগের চিরপ্রতিষ্ঠিত মার্গ নষ্ট কল্লেম, এখন "তাঁতি কুলও গেল বৈষ্ণব কুলও গেল" আমি মনে করেছিলাম যে গার্হস্থ ধর্ম্ম অপেক্ষা সন্ন্যাস আশ্রম ভাল, তা যে বিধাতা আমার কপালে নবডঙ্কা মেরে রেখেছেন তা ত আর জানিনে।

রমণীগণের জল আনয়নার্থ নদীর তটে প্রবেশ।

সৌদামিনী।—(স্বগত) আহা! বিধাতার কি বিড়ম্বনা, এমন শ্রীমান্ পুরুষটিকে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। আহা! আমারি মতন কোন অভাগিনীকে অনাথিনী করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতেছে। (প্রকাশে) ওলো শশিমুখি! ও ভাই দ্যাক্ দ্যাক্! কেমন একজন পুরুষ পূর্ব্বমুকো আপ্‌না আপ্‌নি কি বক্‌চে। আহা! কি মুকের শ্রী, দ্যাক্ বোন্ এত দাড়ি গোঁপ রেখেচে, গায় ছাই মেকেচে, আবার কোমরে কপ্‌নি, তবু যেন মাজা কাত্তিক খানি।

শশিমুখী।—ওলো কামিনী ওভাই সৌদামিনীর কথা

শুন্‌লি, ওঁর কথা শুনে যে আর বাঁচা যায় না। উনি একটা সামান্য সন্ন্যাসীর সঙ্গে কাত্তিকের তুলনা দিচ্চেন। মরণ আর কি! ঐ যে লোকে বলে "অযুদ্ধের রঘু আর বাঁশবোনের ঘুগু" তাই হয়েচে, হ্যাঁলা সৌদামিনি! ওকে দেখে কি তোর রসের সাগর উৎলে উঠ্‌লো নাকি? তোর ভাতার কি তোকে দেখ্‌তে পারে না?

সৌদা।—(কর্ণ কুহরে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক) ও দিদি! ও কথা আর তুলিস্‌নে, তার নামও করিস্‌নে।

শশি।—কেন্‌লা তুই অমন করে উঠ্‌লি! বল্‌না ভাই কি হয়েচে?

সৌদা।—না ভাই এমন কিছু নয়! তবে শুনে ছিলুম্‌ ভাতারে যে কটি অক্ষর আছে তা সকলি মন্দ। হ্যাঁ দ্যাক্‌ বোন্‌! আবার তাঁরা যে শব্দের পেচু ন্যান, সে শব্দটিকেও মন্দ করেন।

শশি।—মরণ আর কি! ভাতারের আবার অক্ষর কোথায় লা? ভাতারের গলায় কি অক্ষর বাদা থাকে!

সৌদা।—তোকে বোন্‌ পারা ভার। এজে ধরা কথা "ন্যাকা আজুলি চাল্‌সে কানা, জল বলে খায় চিনির পানা।" উনি আবার কিছু বুজ্‌তে পারেন নি, তা আবার ঠাট কচ্চেন, এখন ঠাট নে গে সিকেয় তুলে আপনার মনে বিবেচনা করে দ্যাক্‌ দিকি।

শশি।—মাইরি তোর দিব্বি। আমি কিছুই বুজ্‌তে

সুজ্‌তে পারিনি, এই ভাই তোর মুখে শুন্‌লুম, বলিস-তো বল্‌না কি দোষ শুনি।

সৌদা।—(ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক) ওলো শশিমুখি! ভাতার লিখ্‌তে ভা, তা, র, এই তিনটি অক্ষর লাগে, এই তিন অক্ষরের যে কত দোষ তবে বলি শোন্‌। প্রথমতঃ ভা, এই অক্ষর যে শব্দের প্রথমে স্থাপিত হন তার দুর্গতি দেখ্‌।

ভা, অক্ষর যে শব্দের প্রথমেতে সই।
সে কথা কখন ভাল নয় মন্দ বই॥
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই নাহি ছাড়ে তিল।
মহা দুঃখে লোকে বলে ভাদ্র মেসে কীল॥
অসুখ হইয়া থাকে ভাজা ভুজ খেলে।
ভাবনা আসিয়া জুটে মন দুঃখ পেলে॥
পেটের জ্বালায় লোক ভাড়া ভেনে খায়।
যার কেহ নাই সেই ভাগাড়েতে যায়॥
ভাল করে লোকে করে অর্থ আহরণ।
কপাল ভাঙ্গিলে হয় আসন্ন মরণ॥
দেখ দেখ সৌদামিনি দেখলো তামাসা।
নীচ জাতি হলে পরে তারে বলে ভাসা॥
মন ভাঙ্গা হলে বোন্‌ নাহি যায় জোড়া।
" ভাঙ্গা মঙ্গল চণ্ডী কু স্বপনের গোড়া "॥
সংসারেতে দেখ ধনী কেহ নাহি যার।
তারি ঘাড়ে পড়ে দিদি সংসারের ভার॥
স্বভাবে অভাব করে হলে পরে ভাব।
দিবানিশি ভাবে ভাবে সে ভাবের ভাব॥

ওলো শশিমুখি শুন্‌লি ত?

শশি।—হাঁ দিদি শুন্‌লেম ভাল, তার পরের অক্ষরের দোষ কি ?

সৌদা।—তার আবার দোষ নেই, তিনি সকলের চেয়ে এক কাটি সরেস, তবে বলি শোন্‌।

তাপেতে তাপিত হলে দেহ হয় কালী।
ছিন্ন বস্ত্র হলে লোকে তাতে দেয় তালি॥
তাগা বাঁধে সর্ব্ব জন পড়িয়া শঙ্কটে।
মনস্তাপ হলে পরে নানা রোগ ঘটে॥
মরণের কালে তারা উর্দ্ধ্ব দিকে যায়।
তারা তত্ত্ব হারা যারা তারা দুঃখ পায়॥
" নিষ্কর্ম্মের কর্ম্ম হয় তাস আর পাশা।"
বিপদে পড়িলে শত্রু দেখে যে তামাসা॥
কর্ম্মেতে ঝন্‌ঝট্‌ হলে তাড়াতাড়ি হয়।
তায়ের এ দোষ সব জানহ নিশ্চয়॥

শশি।—হ্যাঁ উনিও যে দোষে পরিপূর্ণ! ভাল আর কিছু আছে ?

সৌদা।—আছে বৈ কি ? আর একটি অক্ষর আছে এবং তার দোষও আছে শোন্‌ ভাই বলি।

রয়ের যে দোষ ধনী দেখনা চাক্ষষ।
অধিক খাইলে লোক বলয়ে রাক্ষস॥
রণস্থল ভয়ানক জানে সর্ব্ব জনে।
মজান্‌ শ্রীকৃষ্ণ রাসে গোপ বধূগণে॥
রাগে মত্ত হলে পরে যায় সব কুল।
সুন্দর হইলে মূর্খ বলে রাঙা মূল॥
রাখাল প্রয়োগ হয় অবিজ্ঞ বচনে।
রাসভ পশুর নীচ জানে সর্ব্ব জনে॥

ওলো শশিমুখি! শুন্‌লি ত, দ্যাক্‌ দেকি বোন্‌ যার

নামের অক্ষরের এত দোষ, সে যে কত দোষী তা বলা যায় না।

শশি।—তা বটে ভাই! তবে কি না জানিস্ ও কথা গুলি যায়গা বিশেষে খাটে।

সৌদা।—যায়গা বিশেষে কেমন? ওতো কিছুই বুঝতে পাল্লেম না।

শশি।—তা পার্‌বে কেন, আপনার কথা পাঁচ কাহন কি না।

সৌদা।—আপনার কথা পাঁচ কাহন আর সাত কাহন কি ভাই, তোর কথা কিছু বুঝ্‌তে পারিনে, বলিস্ তো ভেঙে চুরে বল্।

শশি।—তা শুন্‌বি তবে শোন্।

কিবা বুদ্ধি বিধাতার, অমূল্য যে মুক্তাহার,
তাই যেন বানরের কপালে ঘটেছে।
সুখ ভোগ স্বল্প কাল, দুঃখে যায় চিরকাল,
ভুজঙ্গ মস্তকোপরি মণি দেখ রেখেছে॥
সুরসিকচূড়ামণি, রমণীর শীরোমণি,
সেই যেন অরসিক করে গিয়ে পড়েছে।
পতি প্রতি ভক্তিমতি, অতিশয় সাধ্বে সতী,
তাহার কপালে যেন কলঙ্কটি রটেছে॥
অনাথের যিনি নাথ, যাঁরে বলে দিননাথ,
সেই হরি গোপ-নারী-কুল নাহি রেখেছে।
সুধাংশু হিমাংশু করে, তাপিত শীতল করে,
সেই দেখ গুরুপত্নী কেমনেতে হরেছে॥
কুজনে সুজনে বিধি, করিয়াছে পোড়া বিধি,
তাইসিন গুণনিধি মনোমত হয় না।

সমানে সমানে হলে, তা হলে কি মন জ্বলে,
তিলেক বিচ্ছেদ হলে কারো প্রাণে সয়না॥
সমান বয়েস পতি, যদি পায় লো যুবতী,
পতি প্রতি তার প্রীতি কেন বল হবে না।
দুজনে সুজন হলে, প্রেম বৃক্ষে ফল ফলে,
মন পক্ষী সুখে কেন সেই ফল খাবে না॥

সৌদা।—এ রকমে ভাল হবে না কেন, সমবয়সী শ্যাল্ কুকুরের সঙ্গেও যদি সর্ব্বদা থাকা যায়, তা হলে তার সঙ্গেও মানুষের মনের মিল হয়। তা বোন্ এ পোড়া দেশের এম্নি কুরীতি যে পাঁচ বচরের মেয়ের সঙ্গে পাঁচ দশে পঞ্চাশ বচরের পাত্রের সঙ্গে বে দ্যায়, তা মিল হবে কি। দ্যাখ ভাই এম্নি ইচ্ছে করে যে তার পূর্ব্ব পুরুষের সঙ্গে মিল করে দিই। তোমার দিব্বি ভাই, যখন সে পাষণ্ডটা এসে কাছে বসে, তখন বোধহয় বাবা কি জ্যাটা মশাই আমাকে দেখ্তে এলেন, আমি যেন তার দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা। মাইরি বোন্ তার কাছে শুতে আমার লজ্জা হয়।

শশি।—দুরছুঁড়ী ও কথা কি বল্তে আছে, ভাতারকে কি বলিস্ কি কোস্ তোর কিছু বোধ শোধ নেই নাকি?

সৌদা।—আরে আমি কি তার কাছে শোয়া বসা করেছি তাই বল্তে দোষ।

কামিনী।—হ্যাঁরা তোরা যে বল্লি সমান সমান বয়েস

হলেই মিল হয়। তা ত ভাই সকল জায়গায় হয় না বরং বিপরীত ঘটে ওটে।

শশী।—কেন বিপরীত হবে।

সৌদা।—তোর বুজি মিল নেই।

কামি।—তা নেই ত।

শশী।—ক্যান্‌লা তোদের মিল নেই?

কামি।—তা শুন্‌বি তবে শুন্, বল্লেও মন্‌টা অনেক হাল্‌কি হয়।

সমান বয়েস হলে বল কিবা হয়।
অরসিক শিরোমণি কথা নাহি কয়॥
আহা মরি কিবা তার যুগল নয়ন।
অভিমানে পেঁচা থাকে হইয়া গোপন॥

ওলো বড় দিদি ঐ না ওবাড়ির মেজোঠাকুরপো আশ্চেন, সত্তিই লো তিনিত বটে তবে চল আমরা এখান হইতে যাই [এই বলিয়া সকলের প্রস্থান]।

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

বলাই চাঁদের প্রবেশ।

বলাই।—কৃষ্ণ হে পারকর। আর কত দিন গুটিকা বন্ধনের ন্যায় সংসার আশ্রমে থাক্তে হবে। বাবা এতো চার চালের ভেতর বাসকরা নয়, চার শালের উপর বাস করা, মরণ টা হয় তো বাঁচি, বেটিরা যে নৎ নেড়ে নেড়ে মুখ ঝামটানি দেয়, তা ত আর প্রাণে সয় না; আবার আজ্‌কিনা নুন নেই, আজ্‌কিনা তেল নেই, আজ্‌কিনা চাল বাড়ান্ত, এ দিকে

যে আমার প্রাণান্ত হলো তা ত বোঝেনা, এক এক বার মনে করি যে ও বেটিদের মুক দর্শন করবো না, পেচন ফিরে শুয়ে থাকি; কিন্তু কি বিধাতার কর্ম্ম, বেটি ত ঘরে আসে, এসে একটা পানের খিলি না জো করে ধিরে ধিরে মুকের গোড়ায় নাড়্‌তে থাকে, তখন সে বৈরাগ্য দূর হয়। আলোচাল্ দেখ্‌লে যেমন ভেড়ার মুক চুল্‌কোয়, আমার মন তেমনি ধক্‌পক্ ধক্ পক্ করে উঠে। মর্‌মাগি, তোর তিন্ কাল গেছে এককালে ঠেকেছে, তোর কি বিবেচনা নেই যে কোথায় পাবে, বেটি কেবল খাবার পন্থায় ফেরে, একবার একবার এম্নি ইচ্ছে করে, সব ত্যাগ কর্য্যে সন্ন্যাসী হই।

সন্ন্যাসী।—কেহে গার্হস্থ ধর্ম্মের নিন্দা কচ্চো?

বলাই।—বলাই অহং।

সন্ন্যাসী।—মহাশয়! অহংশব্দের অর্থ কি তা জানেন?

বলাই।—অহং শব্দের অর্থ, মলেই বাঁচি, আমি কি না কথায় কথায় বল্লেম, ও কোথায় ছিলো অম্নি বলে-চে ওশব্দের অথ কি, আমার শব্দের কি আর অর্থ হয়।

সন্ন্যাসী।—শব্দের অর্থ হয় না বল্‌লেন কি?

বলাই।—শব্দের অর্থ হয় যদি তো বলুন দেখি গুড়ুম শব্দের অর্থ কি?।

সন্ন্যাসী।—মশাই! আপনার ওশব্দের অর্থ নেই।

বলাই।—দেখুন দেখি, যাতে লোকের কান ফেটেযায়

সেই অত বড় শব্দেরি যদি অর্থ না হলো, তবে এই সামান্য অহং শব্দের অর্থও হতে পারে না।

সন্ন্যাসী।—মশাই কখন কি পড়ে ছিলেন?

বলাই।—হুঁ মনে করি পড়ে থাকি আর উঠ্‌বো না, তা হবার জো নেই, মাগা প্রথমে এসে বলে, ওগো ডাল্ বাড়ন্ত ওটো, আমিত ডাল্ বাড়ন্ত শুনে চাদ্দিকে শর্ষের ফুল দেখে অজ্ঞানের মত চোক বুজিয়ে পড়ে থাকি, তখন বেটি আমার না শাড়া শব্দ পেয়ে খ্যাচর খ্যাচর কর্য়ে বক্তে থাকে, তাতে আর মশাই পড়ে থাক্‌বো কি? উটে পালাবার পথ পাইনে।

সন্ন্যাসী।—(ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) মশাই ওকথা বল্‌বেন না, গার্হস্থ ধর্ম্মে অনেক সুখ আছে, আপনি সন্ন্যাসাশ্রম ভাল বল্‌চেন বটে কিন্তু তারা ত আর আহার না করে থাক্তে পারেনা, তাদেরও দুর্জ্জয় জঠর যন্ত্রণা দূরী করণ জন্য দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কত্তে হয়, বরং তাদের জ্যায়দা দুঃখ, এই যে তৃতীয় প্রহর বেলার সময় বাসায় এসে রেঁদে খেতে হয়, ইহা কি কম দুঃখ! আহা দেখুন দেখি, সংসার আশ্রমে কত সুখ, প্রাতঃকালে আপনি উপার্জ্জন কত্তে বেরুলেম, এদিগে ঘরে গিন্নি আছে, গোটা-কত সিদ্ধপক্ক না কর্য়ে আর বাঁচ্‌তে পারেনা, আপনি কি এও বোঝেন্ না যে "পেটে খেলে পিটে সয়", এই দুই প্রহর রৌদ্রের সময় পথ শ্রান্ত হয়ে

ঘরের দাওয়ায় বস্‌বা মাত্র ঘরের ভিতর থেকে রুনুর ঝুনুর শব্দে চার গাচি মল বাজিয়ে যখন পা ধোবার জন্যে এক ঘটি জল হস্তে ধারণ পূর্ব্বক বাহিরে আগমন করে, তখন সেই বিলাস নিবহ পদ বিক্ষেপ এবং বসন বিদার কূচযুগল ও সুকোমল কর পল্লব দর্শন করিলে যে, লোকের পুত্রশোক নিবারণ হয়, তখন কি আর মুক্‌ঝামটা গায় লাগে। দেখুন দেখি দেবতারা অমৃত পাবার আশয়ে বিষ পর্য্যন্ত খেয়েছিলেন, আর মানুষে অমন সুমধুর মলের শব্দ ও বহুবিধ রমণীয় বস্তু দর্শন করিয়াও কি দুটো মুক্‌ঝাম্‌টাও খেতে পারবেন না।

উদয়চাঁদের প্রবেশ।

উদয়।—বাবা! ঐ রোগেই ঘোঁড়া মরেচে। বলি কেহে মল ঝম ঝমানির কথা বল্‌চো? ওতে যে পেটের পালে চম্‌কে যায়, উটি মলের শব্দ নয় ওসর্ব্বনাশের গোড়া [এই বলিয়া কপাটোদ্ঘাটন করিয়া] কেহে বলাই দাদা নাকি?

বলাই।—এস এস ভাই এস্, এই এক মহাবিপদে পড়েচি, এই গোঁসাইজী বলেন্‌কি, সন্ন্যাসআশ্রম অপেক্ষা গার্হস্থআশ্রম ভাল। ভাই তুমিওত সৎবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এবং বুদ্ধিমান বট কৈ বল দেখি গার্হস্থ আশ্রম অপেক্ষা কি সন্ন্যাস আশ্রম ভাল নয়?

উদয়।—দাদা মশাই! ওকথা আর বলবেন্‌না, ওতে

হাড়ে নাড়ে জ্বালাতন হচ্চি, আপনার কাছে বল্‌তে লজ্জা করে, তবে কি তা জানেন, এই গোঁসাইজির উপরোধে বল্‌তে হলো। দাদা মশাই! বল্‌ব কি, আমার সহধর্ম্মিণী গত অঘ্রাণ মাসে পঞ্চদশ বৎসরে পদার্পণ করেছেন, তার গুণের কথা বল্‌তে গেলে জাত থাকে না। পাছে বেরিয়ে যান, এই ভয়ে বাবা যে দু কুড়ো এক কুড়ো ব্রহ্মত্তর জমী করে গিয়েছিলেন, তা খুইয়ে টুইয়ে প্রায় সকল গহনা গড়িয়ে দিচি, তবু তাঁর মন ওটেনা, আমি পোনরটিটাকা মাইনে পাই, তার ভেতর তো আর গহনা হয় না, বাড়িতে যেমন করে হউক দুবেলা আটখানি পাত পড়ে, কি করি?

সন্ন্যাসী।—ভাল মশাই! আপনার গৃহিনী কি তা বোঝেন্‌না?

উদয়।—"চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী" বল্‌তে গেলে বলে কি, তোমার ভাইগুলিকে পৃথক করে দেও, তাহলে তো তোমার এত খরচ পত্র হবেনা, তার তো মশাই বিবেচনা এই! তার মতে চল্‌তে গেলে আর জাত থাকে না। এখন কি মশাই শয্যাগুরুর কথা শুনে অসহায় ভ্রাতৃগণকে ও পরম হিতৈষী জনক জননীকে ত্যাগ কত্তে পারি? একবার একবার এমি ইচ্ছা হয় যে, অমন স্ত্রীর মুখ দর্শন কর্‌বোনা এবং আর যেন কেউ দারপরিগ্রহ না করে, কিন্তু বলাইদাদা এখন এই রকমই চল্‌বে।

সন্ন্যাসী।—কি রকম ?।

উদয়। আপনি কি আর বুজ্‌তে পারেন নি ?

সন্ন্যাসী।—না মশাই ! কিছুই বুজ্‌তে পাল্লেম না, ও আপনাদের " ঠারে ঠোরে উনিশ বিশ্‌। দাদার কড়ি দিদিকে দিস।"

উদয়। তবে বলি শুনন্‌—

সকলি অসার কর্ম্ম, নাহি কার ধর্ম্মাধর্ম্ম,
কুকর্ম্মেতে জীব সব রত।
হায় কি কালের গতি, যেন শক্তি মূর্ত্তি মতী,
গিন্নি প্রতি ভক্তি ভাব এত ॥
পিতা নাহি অন্ন পান, শয্যা গুরু মোণ্ডাখান,
তদদৃষ্টে দেখি খাসা গদি।
প্রাণতুল্য সহোদর, করে তারে স্থানান্তর,
অণুমাত্র আজ্ঞা পায় যদি ॥
মাসী পিসী কোথা আছে, তারা কি মেগের কাছে,
খুড়া জ্যাঠা তৃণ তুল্য জ্ঞান।
গিন্নিটির পায়া ভারি, পেয়েচেন মেজেষ্টারি,
জমাদার নিজে মূর্ত্তি মান ॥
কিবা কলি চমৎ কার, জ্যেষ্ঠ ভাই ফাঁড়িদার,
পিতা তার প্যায়দা সমান।
অনুজে অবজ্ঞা করি, দিয়ে তারে চৌকিদারি,
রাখিয়াছে তাহার সম্মান ॥
ভগ্নীপতি আছে যারা, হয়েছেন হরকারা,
কেবল বেড়ায় ফিরি ফিরি।
স্ত্রীর ভাই স্রেস্তাদার, ভায়রা ভাই পেস্কার,
শ্বশুর যিনি পেয়েছে নাজিরী ॥
পরে গিন্নি এসে ঘরে, কটু কন দারগারে,
কেন ওরে হুকুম লঙ্ঘন।

হাকিমের শুনি বাণি, ভয়ে হয়ে যোড় পাণি,
করে স্তব ধরিয়া চরণ ॥

শুন্‌লেন্‌ত মশাই।—

সন্ন্যাসী।—আহা! তোমরাত বোঝনা, ভাল তোমাদের কথায় যেন গার্হস্থ ধর্ম্মের এই একটি দোষ মান্‌লেম, কিন্তু তাও মানা উচিত নয়, কারণ যদি ছেলে বেলা অবধি তাদের উপদেশ দেওয়া যায়, তা হলে আর এ রকম হয় না। [এমত সময়ে অনঙ্গ নামক একটি নব্য দূর হইতে] বলি হ্যাঁহে বাপু হ্যা, তারা দেখ্‌তে ছোট বটে কিন্তু তোমার মত আট্টা সন্নিসিকে উপদেশ দিতে পারে। তাদের জননীরা ছেলে বেলা অবধি সর্ব্বদা এই উপদেশ দিয়া থাকে যে, মা টাকা না পেলে কতা কয়োনা, পেচন ফিরে শুয়ে থাক্‌বে, তা মশাই, তাদের সে উপদেশ বড়, না, আমাদের এই উপদেশ বড়?

সন্ন্যা।—বলি ওহে বাপু! তোমার কি সংসারের জ্বালা ধরেছে নাকি? এদিকে এস দেকি শুনি।

অনঙ্গ।—[সহাস্য বদনে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া] কেন মশাই ডাক্‌লেন?

সন্ন্যা।—বলি এমন কিছু নয়, তুমি কি বল্‌ছিলে?

অনঙ্গ।—আপনি না বল্‌ছিলেন, উপদেশে রমণীগণের চরিত্র সংশোধন হয়, তাই বল্‌ছিলাম তা হয় না।

সন্ন্যা।—কেন?

অনঙ্গ।—কেন আবার জিজ্ঞা কচ্চেন, এই যে বল্লেম।

সন্ন্যা।—তবু শোনা যাউকনা কেন।

অনঙ্গ।—শুন্‌বেন শুনুন, আমার স্ত্রীর বয়স অল্প বটে এবং প্রতিদিন উপদেশ দিয়াও থাকি, কিন্তু সন্ধ্যার পর ঘরে এসেই বলে আমার কি অনন্ত ব্রতটী হলো না, তাতে যদি মশাই উত্তর না করি, তবেই অম্‌নি চক্‌দে জল বেরিয়েচে। বেটি ভাল পান্‌সে চোক্‌ এনেছিল। দাদা পাঁচ টাকা কর্য়ে ইস্কুল খরচ দেন, তাইতে আমার পড়া চল্‌চে, আমি যে কোথায় পাব, তা ত বোঝেনা, ওর চেয়ে বে না করাই ভাল।

সন্ন্যাসী।—ভাল তোমরা যে রকম বল্‌চো তাতে বে না কল্লেইত চুকে যায়, কিন্তু আরত সব সুক তাতেত আর কিছু বল্‌বার যো নেই।

বলাই।—আবার এতে কি সুখ দেখ্‌লেন?

সন্ন্যাসী।—কেন সর্ব্বদা বন্ধু বান্ধবের সহিত সদালাপে কালাতিপাত করিতে পারা যায়।

বলাই।—দেশের কুপ্রথাবলম্বী সহবাসীর সহবাস অপেক্ষা অরণ্যে বাস করা ভাল।

সন্ন্যাসী।—দেশের কুপ্রথাটা আবার কি?।

বলাই।—আপনি যদি আমার সঙ্গে একমাস ফেরেন তাহলে কুপ্রথা কি তা বুঝ্‌তে পারেন।

সন্ন্যাসী।—ভাল, তোমার সঙ্গে দিন কত বেড়িয়ে গার্হস্থ ধর্ম্মের দোষগুণ দেখ্‌তে হলো। ভাল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঐ সুরম্য অট্টালিকাটি

কার্, ঐ দুটি স্ত্রী পুরুষে কলহ করিতেছে, উহারাই বা কে?

বলাই।—মশাই! ঐ বাটিটি বেশ্যালয়, ঐ পুরুষটি লম্পট ও স্ত্রীলোকটি কুলটা, এই সংসার—আশ্রমে যে কত সুখ, চলুন উহাদের কলহ শ্রবণেই প্রকাশ পাইবেন।

সন্ন্যাসী।—তবে চল দেখা যাগ্‌গে। [কুলটার গৃহের প্রান্তে অবস্থিতি পূর্ব্বক গোপনে শ্রবণ]

কুলটা ও লম্পটের পরস্পর কথা।

কুলটা।—আজ্‌কেন প্রাণনাথ এভাব গ্রহণ।?
ছল ছল দুটি আঁখি মলিন বদন॥?
উড়ু উড়ু মন তব কি কারণে ভাই।?
কেন তোর শশি-মুখে হাসি দেখি নাই॥?
দাঁড়ায়ে রহিলে কেন থাকিতে আসন।?
বল বল প্রাণ সখা শুনি বিবরণ॥?
অতি দীন ভাবে কেন সজল-নয়নে।?
মম মুখ পানে চাহ কি ভাবিয়া মনে॥?
আমারে হেরিয়া আরো হতেছ ব্যাকুল।?
কেন সখা আজ্ তুমি নিজে হ্‌লে ভুল॥?
না জানি কি নব ভাবে হয়েছ এমন।
ভাব দেখে বোধ হয় কেমন কেমন॥
এভাবের কিবা ভাব তাই ভেবে মরি।
ভাবীতে ভাবিতে হলো অনুভব করি॥
দেখিয়া তোমার ভাব ভাবিতেছি মনে।
স্বভাবে অভাব প্রাণ করিলে কেমনে॥
কিছু মাত্র নাহি দেখি পূর্ব্বের সে ভাব।
ভাবে ভাবান্তর হলে থাকে কিসেভাব॥

প্রকাশ করিয়া নাশ প্রেমদায় দায়।
কও কথা খাও মাথা ধরি তব পায়॥

গীত।

রাগিণী—পুরবী।
তাল—আড়াঠেকা।

ভাব দেখে ভেবে মরি, এ ভাবের কিবা ভাব,
স্বভাবে অভাব হয়ে, না জানি কি ভাবে ভাব।
বুঝিলাম অনুভাবে, মজেছ কার নবভাবে,
আমি মরি তব ভাবে, তুমি তা-তো নাহি ভাব॥

লম্পট।—সকলি গিয়েছে জানা ওরে প্রাণধন।
আর কেন প্রাণ বলে কর জ্বালাতন॥
ছি! ছি! ধনী এত যদি ছিল তব মনে।
কেন না করিলে প্রেম কুজনের সনে॥
চাতুরী তোমার যেমন্ অঙ্গের ভূষণ।
তারাও শঠতা ধনী জানে বিলক্ষণ॥
সমানে সমানে হলে হতো সুখোদয়।
কুজন সুজনে ওলো তেমন কি হয়॥
ভালবাসা ভাল আশা দিয়েছিলে প্রাণ।
এখন তোমার লাগি বুঝি যায় প্রাণ॥
মনোব্যাথা হার গাঁথা রহিল অন্তরে।
অন্তরে অন্তর প্রাণ জানিব কি করে॥
কে জানে এমন হবে বিধির ঘটন।
আমি মরি যার লাগি তার নাহি মন॥
যতন রতন সম করিলাম যারে।
সে কি না চাতুরী করে বধিল আমারে॥
সুধু মনরাখা প্রেম ছিল মম সনে।
ভালবাসা আশা মাত্র জানিব কেমনে॥
দারুণ প্রণয়ধন ব্যাপারের তরে।
রজ্জু ভ্রমে কাল সর্প ধরিলাম করে॥

কুলটার ভাল বাসা জলের লিখন ॥
ফলে তার সনে কভু না হয় মিলন ॥
ঘুচিল মনের ভ্রম গেল প্রেম আশা ॥
জানিলাম কুলটার নাহি ভাল বাসা ॥

গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ।
তাল—মধ্যমান ঠেকা।

ভাল ভালবাসা জানালে প্রিয়ে।
ছলে মন নিলে, দেখনা ভাবিয়ে ॥
জানিব কেমন করে, আছি অন্তরের অন্তরে,
ভাল বাসা আশা করে, মরি তব লাগিয়ে।
হলো মিথ্যা অপবাদ, না পুরিল মনোসাধ,
সাধেতে সাধিলেবাদ, ভালতো বাদ সাধিয়ে ॥

কুলটা।—অকস্মাৎ কেন হেন বজ্র সম বাণী।
কহিতেছ প্রাণ নাথ কিছুই না জানি ॥
শয়নে স্বপনে মনে তব রূপ হেরি।
বিধু মুখে মৃদু হাসি ভুলিতে কি পারি ॥
কে হেন মন্ত্রণা দিয়ে ভাঙ্গিয়াছে মন।
তুমি কি আমার সখা যেমন তেমন ॥
পলকে প্রলয় জ্ঞান না হেরিলে মরি।
কোন্ দিন তব সনে করেছি চাতুরী ॥
মন রাখা প্রেম যদি হইত আমার।
তবে কি তোমার লাগি করি হাহাকার
নয়নের তারা তুমি হৃদয়ের ধন।
সঁপিয়াছি তব পদে জীবন যৌবন ॥
দিবানিশি আছ প্রাণ আমার অন্তরে।
অন্তরে অন্তর হলে জানিতে অন্তরে ॥
যা ভাব তা ভাব নাথ তোমা ছাড়া নই।

দিয়েছি মন-মোহরে প্রেমে ভাল সই ॥
প্রেম ঋণ দিন দিন হইতেছে ভারী।
উপায় কি আছে বল আমি নিজে নারী ॥
অন্তর তোমারে প্রাণ দেখাবার নয় ॥
তাইসিন বারেবারে এত কথা হয় ॥
জেনেছি জেনেছি প্রাণ ছল করে আসা।
বুঝি কোন খানে মিলিয়াছে ভাল বাসা ॥
আর কি আমার প্রতি হইবে তেমন।
তাই বুঝি প্রাণ নাথ ভার তার মন ॥
বিধাতা সাধিলে বাদ সব দিগ যায়।
কণ্টকের বনে গেলে কাঁটা ফুটে পায় ॥
কপাল ভাঙ্গিলে হয় আসন্ন মরণ।
প্রণয় হইলে হয় বিচ্ছেদ ঘটন ॥
অনুভবে নিশ্চয় করেছি এই মনে।
কাটিবে প্রণয় রজ্জু বিচ্ছেদের বাণে ॥
এখানেতে আসিয়াছ শুনিলে সে ধনী।
বহু কষ্ট দেবে সেই চতুরা রমণী ॥
এই বেলা মানে মানে করহ প্রস্থান।
নব প্রেমে দাগা পেলে বাঁচিবেনা প্রাণ ॥
হোক্‌ব্যানে মুখে থাক নব নারী সনে।
এই মাত্র চাই রেখ দাসী বলে মনে ॥

গীত।

রাগিণী—বেহাগ।
তাল—আড়াঠেকা।

এখানে আসিতে সখা করিহে বারণ।
সে ধনী এ ধ্বনি শুনে, হবে জ্বালাতন ॥
সে ধনী তোমার ধনী, তার প্রেমে তুমি ঋণী,
বাঁধা আছ গুণমণি, যাবত জীবন।
যদি চাহ নিজ মান, এই বেলা যাও প্রাণ,

তোষ গে তাহার প্রাণ, ধরিয়ে চরণ ॥
নতুবা প্রমাদ হবে, মনোসাধ মনে রবে,
একুল, ওকুল, দুকুল যাবে, ঠেকিবে তখন ॥

লম্পট।—ঠাট দেখে কাট হয়ে হইয়াছি বোকা।
এমনি ভুলাচ্চ যেন আমি কচি খোকা ॥
ন্যাকা কথা বাঁকা মুখে আর নাহি সয়।
শাগদিয়ে মাচ ঢাকা কত দিন হয় ॥
হাতে নাতে ধর তবু মুখে বহে ঝড়।
সাবাস্ ছিনাল তোর পায়ে পায়ে গড় ॥
মিষ্ট কথা কাষ্ঠ হাসি মুখে লেগে আছে।
এক প্রাণ দেও কিনা শত জন কাছে ॥
ধন্যরে কুহক তোর ধন্য তোর মায়া।
দেখিবা মাত্রেতে ভুলে কত শত ভায়া ॥
বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে রসাতল যায়।
ধৈর্য্য আদি যত গুণ কোথায় পলায় ॥
মান অপমান বোধ কিছু নাহি থাকে।
একেবারে তৃণ সম করে ফেল তাকে ॥
ও বাতাস্ একবার লাগে যার হাড়ে।
বাপ্ বাপ্ বলে লক্ষ্মী তখনই ছাড়ে ॥
পরিবারে অন্ন বিনা কত কষ্ট পায়।
রোজ রোজ খাসা মোণ্ডা বেশ্যা বাড়ি যায় ॥
আমি কিনা সেই পথে সুখ করে আশা।
একেবারে ছাড়িয়াছি সংসারের আশা ॥
ঘরে মম প্রণয়িনী করে হাহাকার।
তার মনে করি নাই প্রণয় ব্যাভার ॥
কত কষ্ট পাইয়াছে থাকি একাকিনী।
কেঁদে কেঁদে পোহায়েছে সুখের যামিনী ॥
আহা! তার হাহাকারে পাষাণ সদয়।
হইয়াছি একেবারে তাহারে নিদয় ॥

ধিক ধিক প্রাণে মম ধিক মম আশা।
কুলটার সনে আশা ছিল ভাল বাসা॥
কি কর্ম্ম করেছি আমি হায় হায় হায়।
কহিতে দুঃখের কথা প্রাণ ফেটে যায়॥
ওরে মন ধিক্ ধিক্ ধিক্ তব আশা।
ভাল জন সনে করে ছিলে ভাল বাসা॥
হাতে হাতে ফল তার পাইলে এখন।
কি ফলে কি ফলে মন জাননা তখন॥
কেন মুখ তার কথা কহিতে না চাও।
বড় হে মনের সুখে মুখামৃত খাও॥
দিবা নিশি যার গুণ করিতে রে গান।
সে তোমার রাখিয়াছে কেমন সম্মান॥
কেন তুমি আর আঁখি কর ছল ছল।
বড় যে তাহার প্রেমে ছিলে ঢলা ঢল॥
রূপ দেখে ভুলে গেলি না শুনিলি মানা।
তখন কি হয়েছিলি একেবারে কাণা॥
তোমারে লইয়া আমি যে দিগে ফিরাই।
সেইদিগে তার মুখ দেখিবারে পাই॥
নাবুঝে করিলে কর্ম্ম হয় এই ফল।
আজ কেন চোক্ তোর চোকে্ পড়ে জল॥
নয়ন মুদিলে পরে তবু রক্ষা নাই।
হৃদয় মন্দিরে তারে দেখিবারে পাই॥
কিঘ্রাণ পাইয়া তুই ভুলেছিলি নাসা।
নারিকেলের তেলে কি রে এত ভাল বাসা॥
কত শত সুগন্ধেতে তৃপ্তনাহি হতে।
এখন বাসনা তোর এই ঘ্রাণ লতে॥
কি মধুর স্বর শুনে ভুলেগেলি কাণ।
তার কথা সুধা মাখা ছিল তব জ্ঞান॥
বিনা বংশী কুহুস্বরে মোহিত না হতে।

শুনিলে তাহার স্বর কাণপেতে রতে ॥
তোরাত মজালি সবে করিয়া মন্ত্রণা।
তাইত ভুগিতে হয় বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ॥

বলাই।—মশাই শুন্‌চেন্‌ত! সংসারে যে কত সুখ এখন ত স্বচক্ষে দেখলেন, বোধ করি আপনার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচেছে।

সন্ন্যাসী।—এই অখণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সামান্য একটি দোষ দৃষ্টে সমুদয় বস্তুতে ঘৃণা করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত নহে।

বলাই।—এখন আপনার ভ্রম দূর হইল না ইহাই বিচিত্র! যদি আমাদের সহিত কিছু দিন সহবাস করেন তবে সময়ে সকল বিষয়ই দেখিতে পাইবেন, তাহার আর সংশয় নাই। এক্ষণে এখান হইতে আমার বাড়ীতে আসুন।

সন্ন্যাসী।—তা আচ্ছা চলুন [এই বলিয়া বলাইচাঁদের বাটীতে প্রবেশ]।

দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

ভৈরব দত্তের অন্তঃপুরে সোহাগিনীর আগমন।

সোহাগিণী।—বলি ও বড় বৌ "জল্‌কে যাবি, কোন পুকুরে, শ্যামপুকুরে, শ্যামের ব্যাটা, মাল্লে ঝ্যাঁটা, কি ছেলে, বেটা ছেলে, নাম কি, দুগ্‌গাচরণ, কাঁদে কেমন, ট্যাঁ, ট্যাঁ, ট্যাঁ"——

গোলাপী।—তোর ঠাট দেখে যে আর বাঁচিনে কত রঙ্গই জানিস্‌।

সোহা।—আমার আবার কি রঙ্গ দেখ্‌লি ভাই যে তুই ঠাট্টা কচ্চিস্‌। [ইতঃমধ্যে লবঙ্গলতা দ্রুতবেগে আসিয়া] বলি ও বড় দিদি শাঁকটা বাজাও গো, সেজো বৌ ফল দেখেচে।

গোলা।—সত্তি নাকি, বলিস কি! বল্‌ দেকি তোমার দিব্বি।

লবঙ্গলতা।—হ্যাঁ দিদি আমি কি তোমার সঙ্গে মিচে কথা কচ্চি, না হয় তুমি একবার এসে দেকে যাও!

গোলা।—জোঁক টোঁক ধরেনি ত, ভাল করে দেখ্‌তে হবে, আয় দেকি ঠাকুরঝি, একবার দেকে আসিগে [এই বলিয়া তথায় গমন পূর্ব্বক] বলিও সেজো বৌ আগে যে বড় সেজো ঠাকুরপোকে নিন্দে কত্তিস্‌, এখন ত আর কিছু বলবার যো নেই, এই বেলা আমাদের কি খাওয়াবি তা খাওয়া, না হলে আজ তীরঘর না বেঁধে আগে তোকে বাঁধবো, আর সেজো ঠাকুরপো এলে যা হবার তাই হবে।

মালতী।—[ঈষৎহাস্য পূর্ব্বক] বলি হ্যাঁগা আমার কি হয়েচে যে তোমারা খেতে চাচ্চো।

গোলা।—কি হয়েচে তা জান না।

"রাজনন্দিনীর প্রেমসাগরে কলছুটে আজ ঢল নেবেছে।
রাঙ্গা জলের তুফান ভারী, খালের মুখ দ্বিগুণ বেড়েছে"॥

মালতী।—[লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া অতি মৃদুস্বরে] বলি বড় দিদি খাওয়াবার ভার তোমার উপর।

গোলা।—উচ্চৈঃস্বরে হাস্য ও করতালী প্রদান করিয়া]

বলি, হ্যাঁলা তুই এই সামান্নি খাওয়াবার ভার সইতে পাল্লিনি, এখন বড় দিদি সম্পর্ক গুচিয়ে আমার ঘাড়ে দিচ্চিস্। কিন্তু ভাই সব ভার আমার উপর দিতে হবে।

মালতী।—তা নেওনা কেন, তা হলেত আমি বাঁচি।

গোলা।—বাঁচ বৈকি, দমফেটে মর। তা যাহক এখন তুই একবার উঠে দাঁড়া দিকি্, আমি ভাল করে দেখি।

মালতী। (কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া) তুমি যাও, আমাকে বিরক্ত করোনা, মেজ্দিদি এতও জানে, ওঁর যেমন আর খেয়ে বসে কর্ম্ম নেই।

গোলা।—ইষ্ মেয়ের রকম দেখ, যেন দুগ্ধপোষ্য বালক কুলোয় শুয়ে তুলোয় করে দুদ খান। উনি আর প্রায় কিছু জানেন না, তাই ঠাট কচ্চেন, নে এখন ঠাট রাখ্, শীগ্গির উঠে দাঁড়া, বেলা গেল।

সোহাগিণী।—ওলো-ও বড়বৌ! তুই ওকে কেন এত পেড়াপিড়ি কচ্চিস ও আগে সেজ দাদাকে দেখাবে তার পর যদি তিনি আমাদের দেখাতে বলেন তবে দ্যাখাবে।

গোলাপী।—তাই হবে এখন, এই যে বলে।—

বৌ বাবাজির হুকুম হলে সম্মুখে হচ্চে খাড়া।
গিন্নীতে ঠস পড়েচে আর থাকেনা গিন্নী নাড়া॥
ননদে না আঁট্তে পারে কাল হয়েচে দাগা বুকো।
ভাতারকে ধম্কে বলে চুপ্করো থাক্ কালামুকো॥

এই বলিয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করত সবিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ পশ্চাতের বসনে দৃষ্টিপাত করিয়া

দ্রুতবেগে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অতি ত্বরায় শঙ্খ বাহির করিয়া পরমাহ্লাদে বাজাইতে লাগিলেন।

বলাইচাঁদের বাটীর মধ্যে।

বলাই।—বলি ও মশাই! সংসার-আশ্রমে কুপ্রথা সূচক শঙ্খধ্বনি আবার শুন্‌চেন্, না এখন আপনি কাণে আঙুল দে বসে রয়েচেন।

সন্ন্যাসী।—নাহে না, আমি কাণে আঙুল দে বসে রইনি, আমি-ওসব শুন্তে পাচ্চি। ভাল ও কি জন্য শঙ্খধ্বনি হচ্চে?

বলাই।—যে সমস্ত কথা সমবয়স্ক ব্যক্তিদিগের নিকট বলিতে সঙ্কুচিত হইতে হয়, এবং যাহা শ্রবণ করিলে মন অত্যন্ত লজ্জিত হয়, যে সকল কথা অতি স্বদুস্বরে বলিতেও জিহ্বা সাহস করে না, সেই ব্যাপার উপলক্ষে রমণীগণ শঙ্খধ্বনি করিতেছে!

সন্ন্যাসী।—মহাশয়! আমি সংসার আশ্রমের রীতি নীতি বিশেষ অবগত নই, সুতরাং আপনার ওরকম কথা কিছু বুঝতে পাল্লেম না, ভেঙে চূরে বলুন।

বলাই। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আহা! কি অদৃষ্ট, কপাল গুণে কি গোপাল মেলে, এতক্ষণের পর উনি বল্লেন যে কিছু বুজতে পাল্লেম না। বলি মশাই! প্রাতঃকালে বই হাতে যে ছোক্‌রাটির সঙ্গে দেখা হয়ে ছিল, যে এসে আপনার কাছে বল্লে "উপদেশে রমণীগণের চরিত্র সংশোধন হয় না" তার

পত্নী এই প্রথম ঋতুমতী হলো, এখন বুঝতে পাল্লেন কি না ?

সন্ন্যা।—হাঁ বুঝতে পাল্লেম, ভাল, তাতে শঙ্খধ্বনি আবশ্যক কি ?

উদয়চাঁদের প্রবেশ।

উদয়।—তা না হলে চল্‌বে কেন, অনঙ্গমোহনের বাটীর পরিজনগণ শঙ্খ শব্দ দ্বারা এই প্রকাশ কচ্চে যে এত দিনের পর আমাদের অনঙ্গের বড় সুবিদে হলো।

সন্ন্যাসী।—দুরঃ পাগল।

উদয়।—এই জন্যে ত আমি কোন কথা কইনি। আমি না কি উচিত কথা বলি, তাইতে আমাকে সকলে পাগল বলে, মশাই পাগল হলেত বাঁচতেম, এই সব ভেবে ভেবে আমার সর্ব্বাঙ্গ গোল হয়ে উঠ্‌লো।

বলাই।—উদয়চাঁদ তুমি দুঃখিত হয়োনা। আমি ওঁকে ভাল করো বুজিয়ে দিচ্চি। বলি মশাই! আপনিত উদয়চাঁদের কথা অবিজ্ঞা কল্লেন, ভাল, আমি বলি তাই হয় কিনা শুনুন দেখি।

সন্ন্যাসী।—ভাল বল্‌ দেখি শুনি।

বলাই।—এই শঙ্খ শব্দ শুন্‌লে এই বোধ হয় যে, অনঙ্গ মোহনের সহধর্ম্মিণীর গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হয়ে পূর্ব্ব পুরুষদের এক গণ্ডুষ জল দেবে, তার পথ হলো।

সন্ন্যা।—আঃ তোমাদের পারা ভার। তোমরা কেবল

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সংসারের দোষ বের্ করবে বৈত নয়, ভাল, বিবাহের সময় ত শংঙ্খ ধ্বনি হয় তাই কেন ভাবনা যে কার বাড়ী বে হচ্চে।

বলাই।—ভাল তাই যেন ভাবলেম, কিন্তু মশাই! ডাকাতেরা যেমন অর্থাপহরণের নিমিত্ত ভয়ানক শব্দ করত গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে, সেই রকম এক্‌টু বিলম্বে কতক গুলো মাগী না একত্র হয়ে হুলু দিতে দিতে খুদ মাগ্‌তে বেরবে এখন, তখন কি মনে করবো? আরত কোন শুভ কর্ম্মে খুদ মাগা হয় না।

সন্ন্যা।—ভাল, তাদের বাড়ীর পুরুষেরা কিছু বলে না?

বলাই।—বলা উদিকে যাক্, আরো আপন আপন মাগ-গুলোকে নেলিয়ে দ্যায়। না হয় খুদ্ মাগ্‌তে বুড় গুলোই যাগ্, তা না, কুর্ কুচি থেকে ঝুনো পর্য্যন্ত সব রকম আছে, দেখুন দেখি কি অন্যায়!

সন্ন্যা।—তবে খুদ মাঙাটা দেখা যাউক, এস ছাতের উপর যাই।

বলাই।—তা চলুন্ (এই বলিয়া উদয়চাঁদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ছাতে আরোহণ।

কানাই রাম ঘোষের অন্তঃপুরে
স্বর্ণলতার প্রবেশ।

স্বর্ণলতা।—ও নতুন বৌ! ও বাড়ীর অনঙ্গ ঠাকুরপোর বৌ ফল দেখেচে বুজি, আয়না দেখে আসিগে, ঐ না জোড়া শাঁক বাজে, বেলা গেল যাবি কি?

বিমলা।—(সোৎসুকা হইয়া) চল্‌না ঠাকুর ঝি, আমি

তোমার পায়ে পড়্‌চি চল, আমি আরো যাবার জন্য সঙ্গী খুজ্‌ছিলুম্‌।

স্বর্ণ।—তা যদি যাস্‌, তা হলে এই বেলা কাপড় পরে নে, যদি খুদ মাগ্‌তে যেতে হয়, তা হলে ফের কি আবার বাড়ী আসবি?

বিমলা।—তবেই হয়েচে, ঠাক্‌রুণের কাছে চাবি রয়েচে ক্যামন্‌ করে সিন্দুক খুল্‌বো, তবেত যাওয়া হয় না।

স্বর্ণ।—তা চাবিটে কেন তাঁর কাছথেকে চেয়ে আন্‌না।

বিমলা।—হ্যাঁ তিনি শুন্‌লে চাবি দেওয়া উদিকে যাক্‌ যেতেও দেবে না।

স্বর্ণ।—যেতে দেবেনা কেন?

বিমলা।—তা জান না—

শাশুড়ী বাঘিনী,ননদী রাগিণী, কটুকথা বিনে কয় না।
বিধি প্রতিবাদি, দিবানিশি কাঁদি, আর দুখ প্রাণে সয় না॥
মম মনানল, কে করে শীতল, মুখপানে কেহ চায় না।
এপোড়া পরাণ, পাষাণ সমান, যায় যায় তবু যায় না॥
আমি অভাগিনী, জনম দুখিনী, অনুকূল কেহ হয় না।
মরিবার তরে, ভুজঙ্গ গহ্বরে, হাত দিলে তবু খায় না॥
প্রতিবাসী যারা, প্রতিবাদি তারা, সোজামুখে কথা কয় না।
প্রাণনাথ যিনি, পরবশ তিনি, একদিন ঘরে রয় না॥
ননদী অহঙ্কারে, আসে মারিবারে, গায়ে দেখে যদি গয় না।
সাধে কুলজায়, সাধে কুল যায়, কোন কূল যেই পায় না॥
দিবা বিভাবরি, যদি কেঁদে মরি, তবু কেহ খোজ লয় না।
ভাবি আজ্‌ কালী,কুলে দিব কালী,পোড়ামন তাতে ধায় না॥

এই বলিতে বলিতে তাহার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল।

স্বর্ণ।—কাঁদিস্‌নে বোন কাদিস্‌নে, কি কর্‌বি বল, এই যে বলে " বিষখেয়ে বিষম্বরী, সেই বিষে জ্বলে মরি " কাঁদ্‌লে আর কি হবে বোন, দেখ দেখি আমাদের কুষ্টি দেখ্‌লে গঙ্গাযাত্রী হতে হয়, তবু বে হলো না চিরটা কাল ভাজদের ঝ্যাঁটা খেতে হচ্চে। তুইত ভাতারের ভাত খাচ্চিস্‌, তোর আবার দুঃখু কি লা ? " কেউ খায় ভাতারের ভাত্‌, কারুর কি আর নাকে হাত " আহা কাঁদিস্‌নে কাদিস্‌নে তুই আবার এক দিন মুক্‌ নাড়া দিবি।

বিমলা।—সেকি ঠাকুরঝি ! আমার কি আর এমন দিন হবে যে, আমি আবার মুক্‌ নাড়া দেবোগা, পোড়া বিদেতার যদি দেখা পাই, তা হলে গোটাকত কথা শুনিয়ে দিই।

স্বর্ণ।—আর তোমার বিদেতাকে শোনাতে হবে না, তিনি সব শুন্‌চেন। এখন যাও চাবিটে চেয়ে নিয়ে এস, আমার সঙ্গে যেতে আর বারণ করবেন্‌ না।

বিমলা।—যাই বটে কিন্তু দেন কি না দেন্‌, তাও সন্দেহ, (এই বলিয়া অন্য এক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অতি মৃদুস্বরে) বলি ঠাক্‌রুণ একবার সিন্দুকের চাবিটে দাওত গা, আমার কাপড়খানা বের করে্য নেব।

রামমণি।—এখন কাপড় ক্যান্‌লা ?

বিমলা।—এই ওবাড়ীর সেজোবৌ ফল দেখেচে, তাই দেক্‌তে যাব।

রামমণি।—মেয়ে তাতে খুব পটু। আমরা এখন টের টোর পাইনি, উনি, এরমধ্যে দেক্‌তে চল্‌লেন। ঐযে বলে "অকাজে বৌড়ী দড়, নাউকোটে খর খর' তোকে সেখানে যেতে দিলে ত যাবি, যা, পাট কর্‌গে।

স্বর্ণ।—জেটাই মা, বৌ আমার সঙ্গে আসুক্‌ আমি আবার ওকে সঙ্গেকরে আনবো।

রামমণি।—কেও, স্বর্ণলতা নাকি? এস মা এস, এই দেখ বাছা! বৌটো বড় বেহায়া, এই জন্যে ওকে কোথায় যেতে টেতে দিইনে, তা মা তোমার সঙ্গে যাবে তাতে আর হান্‌কি। যা বৌ কাপড় বের করে আন্‌গে যা।

বিমলা।—তবে চাবিটে দাও।

রামমণি।—(এই নেও বলিয়া নিক্ষেপ করত স্বর্ণলতার প্রতি) হ্যাঁমা! এদিকে আর এসনা কেন? প্রায় আট দশ দিন তোমাকে দেকিনি (এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করত) দেখ বাছা! বৌটোর একবার কাপড় পরার শ্রীদ্যাখ।

বিমলা।—আবার কি রকম করে কাপড় পত্তে হবে?

রামমণি।—বলি কোলের আঁচলটা বেস গুড়িয়ে গুড়িয়ে পর, বুকে দুপুরু করে কাপড় দে, দেকদেকি মেয়ের একবার চারদিকে আঁট সাঁট! তা যা হোক্‌ পতে

যাবার সময়, ওপরদিকে চেয়ে যাস্‌নে, পা পানে চেয়ে যাস্‌।

বিমলা।—তা এস ঠাকুরঝি।

স্বর্ণ।—তবে জেটাই মা আসিগে।

রামমণি।—এস মা এস, এই দেখ বাছা আবার ওকে সঙ্গেকর্য্যে এনো।

স্বর্ণ।—তা আন্‌বো বৈকি (এই বলিয়া ভৈরব দত্তের বাটীতে গমন করিতে ২) বলি হ্যাঁলা, বৌ! তুই যে তখন বল্‌ছিলি যে, বিদেতার দেকা পেলে গোটা কত কতা শুনিয়ে দেব, তা আচ্ছা যদিই মাটে ঘাটে দেখা পাস্‌ তো কি বলিস?

বিমলা।—আমার যা মনে আছে তাই বলি।

স্বর্ণ।—তবু শোনা যাউক না।

বিমলা।—কি বল্‌বো তা আর বুজ্‌তে পারিস্‌নে? তবে শোন্‌।

নিদারুণ বিধি তোর এই ছিল মনে।
এরূপ যন্ত্রণা মোরে দিস্‌ কি কারণে॥
কেন সৃষ্টি করেছিলে কুলের কামিনী।
কাঁদিতে কাঁদিতে যায় সুখের যামিনী॥
জন্মেছি যে গর্ব্ভকষ্ট করি অনুভব।
জ্ঞান শূন্য হতে হয় ভাবিলে সে সব॥
যে কষ্টে করেছি বাল্যকাল সমাপন।
এক মুখে নাহি পারি করিতে বর্ণন॥
সমভাব রাত্রি দিবা করি অনুমান।
কত কষ্টে আট বর্ষ হলো অবসান॥

প্রভাতের পদ্ম তুল্য হইল অন্তর।
এভাবে অতিত হলো নবম বৎসর॥
দশবর্ষে দশদিক হেরি অন্ধকার॥
পতি বিনা উপায় নাহিক দেখি আর॥
তা হেরি জনক বহু করিয়া ভ্রমণ।
করিলেন পাত্র হস্তে মোরে সমর্পণ॥
আনন্দিতা একাদশ বর্ষ আগমনে।
কত শত নবভাব ভাবিতাম মনে॥
পরে যবে বার বর্ষে করিনু নির্ভর।
বক্ষস্থলে কুচগিরি দিল আসি থর॥
নাথ আশা আশা করে ভাবি দিবানিশি।
তখন হইল ইচ্ছা দাঁতে দিতে মিসি॥
তদবধি রতিপতি সদা হানে বাণ।
কহুস্বর বোধ হয় কুলিশ সমান॥
সময়েতে হলো মনে অনঙ্গ সঞ্চার।
বড় ইচ্ছা হলো করি খোঁপার বাহার॥
ফিরিতে ঘুরিতে দেখি দর্পণেতে মুখ॥
কাঁচ পোকা পেলে পরে হতো কত সুখ॥
কান্ত বিনা দিবা নিশি করি হাহাকার।
ত্রিভুবন শূন্য দেখি অদর্শনে তার॥
তাই বলি ওরে, বিধি এতছিল মনে।
কেন বিধি করেছিলি কুজনে সুজনে॥
করেছি কি অপরাধ বুঝিতে না পারি।
পরাধিনী করে কেন গড়িয়াছ নারী॥

স্বর্ণ।—নে চুপকর, এই সেই কাজের বাড়ি এলুম, (এই বলিয়া ভৈরব দত্তের অন্তঃপুরে প্রবেশ)।

গোলাপী।—(সোৎসুক নয়নে) এই যে ঠাকুরঝি ও ওবাড়ির নূতন বৌ এসেচে। আয় বোন্ আয়, এ

তোদের বাড়ী, তোদের ঘর, তোরা যদি আহ্লাদ আমোদ না করবি, তো কে করবে বল ?

স্বর্ণ।—(ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) কেন সেজ্‌দাদা করবে, আমাদের কি সাধ্যি, যার কথায় বলে "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য জনে লাঠি বাজে"।

গোলা।—তা বটে, তবে কি, তা জান, তাতে সাহায্য কত্তে হবে।

স্বর্ণ।—এতে আবার কি সাহাজ্জি কত্তে হবে ?

গোলা।—কেন, একটা তীর ঘর বাঁদ্‌, আর বৌটোকে নাইয়ে দে, এ ও কি আর সেজো ঠাকুরপো করবে ?

স্বর্ণ।—তবে আমি তার ঘর বাঁদ্দে চলেম্‌, তোরা তত-ক্ষণ ক্ষুদ মাঙতে যাবার উয্‌যুগ কর্‌।

গোলা।—তা আচ্ছা।

নাপ্তেনীর প্রবেশ।

নাপ্তেনী।—এই যে, সব দিদি ঠাক্‌রুণরা এয়েচেন, তবে মুই একটু পাঁচালি গাই, কি বলো গো মেজ্‌দিদি !

লবঙ্গলতা।—হাঁ গাবে বৈকি বোন্‌। তোমাদের আজ্‌ আল্লাদের দিন, আল্লাদ করবে না ?

নাপ্তেনী।—গাই তবে সকলে শ্রবণ কর।

একদা যামিনীযোগে, শ্রীমতী শ্রীপতি শোকে,
নিকুঞ্জেতে হয়ে উন্মাদিনী।
বলে ওগো বৃন্দে সই, এযন্ত্রণা কত সই,
আমিযে গো কুলের কামিনী॥
পরে তিনি উঠে বসে, বৃন্দেরে কয় মিষ্টভাষে,
শুন শুনো ওলো বৃন্দে সই।

আর নারি যাতনা সৈতে, কাল মোর বামনের পৈতে,
নিশিগেল কৃষ্ণ এলো কৈ ॥
শুনি অদিতীর বাণী, বিনয়ে কন ভৃগুমুনি,
কেন কেন কহ সবিশেষ।
পূর্ব্বাপর এই কয়, সকলি অদৃষ্টে হয়,
যাও বনে পিতার আদেশ ॥
গান্ধারির গলাধরে, কাঁদে রাম উচ্চৈস্বরে,
বলে নল বড়ই দুর্দ্দান্ত।
কালনেমির কথা শুনে, ভীমে বলে মনাগুণে,
মারিব-রে তোর প্রাণকান্ত ॥
নারদের কি অদৃষ্ট, প্রসন্ন হয়েচেন কৃষ্ণ,
কল্য তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ।
একে তিনি কুলবালা, এসব অধিক বলা,
গিয়ে সবে করিবে নির্ব্বাহ ॥

এই কথায় প্রহ্লাদ কি উত্তর কচ্চেন, তা শ্রবণ কত্তে আজ্ঞা হয়। (সকলের উচ্চৈস্বরে হাস্য।)

বিদ্যুল্লতা।—ওলো নাপ্তেবৌ! তুই ঘরের ভেতর আয়, না হলে, গবর্ণমেন্ট সাহেব পাঁচালি শোনবার জন্যে তোকে ধরে নে যাবে। আহা! দেবতারা যে তোর মাতায় পুষ্প বৃষ্টি কচ্চে না কেন তাই ভাবচি। ওলো ও সৌদামিনী! ও ভাই নাপ্তেবৌর একবার ছড়ার মিল দেখেচিস্ আ-মরে যাই!

সৌদামিনী।—তা বটে, তবে কি তা জানিস্ বোন্! ওতো আর ইসিকেষ্ট সাহেব নয়, যে ওর কথায় ছেলে ভুল্‌বে? এ আমোদ করা নে বিষয় বৈত নয়, যাতে হোক্ আমোদ হইলেই হয়, এতে আর ঠাট্টা কি।

নাপ্তেনী।—হাঁ দিদি। তুমি বল দেখি, মুই কি আর জগন্নাথ কেলেস্কারের সেজোপিসির মত কতা কইতে পারবো? তা হলে আর মোর ভাতার কেমিয়ে খেতো না।

লবঙ্গলতা।—না, নাপ্তেবৌ! তুই দুঃখিত হস্‌নে, আমরা শুন্‌চি তার আবার কি, (এই বলে) প্রহ্লাদ কি গানটি গাচ্চে তা বলত ভাই।

নাপ্তেনী।—মুই গাইলে সকলে কুদ্ধু করে, মুই কি আর বায়না নিইচি না কি?

সৌদামিনী।—না ভাই তুই গা শুনি।

নাপ্তেনী।—তবে শোন।

ভাল ভাল শিখেচ পিরিত ওরে কোলাব্যাং।
বাচার হোলুদ পানা চাট্টি ঠ্যাং॥
যাদু কিবা রূপের সাগর, সদা কচুবনের নাগর,
আবার নর্দ্দামায় পড়ে কেবল কর গ্যাঁওর গ্যাঁং॥

লবঙ্গলতা।—কেন, বেশ গেয়েছে, মন্দকি, যত উচাক্কার মরণ!

স্বর্ণ।—ও বড়-বৌ! তীরঘরে সেজো-বৌকে বসিয়ে এলুম, এখন চল, খুদ মাগ্‌তে যাই।

গোলা।—হাঁ চল, নূতন-বৌ! তুই ভাই চুণ হলুদের ঘট্টে নেত, আর ঠাকুরঝি! তোমাকে ভাই কাপড়ে করো খুদ্‌ নিতে হবে, সৌদামিনী! তুই ভাই শাঁকটা বাজাতে বাজাতে আয় না।

লবঙ্গলতা।—ভাল, সকলকে ত সকল কর্ম্মে নিযুক্ত কল্লে, এখন তুমি কি কর্‌বে তা বল ?

গোলা।—কেন আমি হুলু দেব।

লবঙ্গলতা।—"ওরে আমার গুণের ধরিরে" তুমি কেবল হুলু দিয়েই পার পাবে আর কি, তোমাকে ভাই নাচ্‌তে হবে।

গোলা।—আজ যে আনন্দের দিন, নাচ্‌লেও নাচ্‌তে পারি, তবে কি তা জান যন্ত্র কৈ।

লবঙ্গলতা।—কেন, এত যন্ত্র রয়েচে এতে হবে না ?

গোলা।—ও যন্ত্রের ত আর এখানে বাজিয়ে নেই, ও কেবল যন্ত্রণাই দিচ্চে! তা ভাল, হাততালীদে নাচ্‌তে নাচ্‌তে যাই (এই বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাটী হইতে বহির্গত)।

তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

বিলাসবতী—ও স্বরস্বতীর প্রবেশ।

বিলাস।—কেন ল্যা! স্বরস্বতী দিদি কাঁদচিস্‌? তোর কি সংসারে বড় ক্লেশ হয়, না কাকা বকেচেন ?

স্বরস্বতী।—না বোন্‌! কেউ বকেনি।

বিলাস।—তবে কি বৌরা বড় ক্লেশ দেয় ?

স্বর।—হ্যাদ্যা-বোন্‌! যেসমুদ্রে শয়ন করে, তার কি আর সামান্য শিশিরে কষ্ট বোদ হয়! দেখ দেখি বোন্‌! লোকে রাত্রেই অন্ধকার দেখে কিন্তু আমি দিনের বেলায় চারদিকে অন্ধকার দেখ্‌চি।

বিলাস।—তা দেকবিইত, তুই যে, দিবে রাত্রি কাঁতা সেলাই করিস, তাইতে তোর চোক্ খারাপ হয়ে গেচে।

স্বর।—দূর অবাগিঃ আমি কি তার জন্যেই অন্ধকার দেখি, তা তুই এখন জান্তে পারবিনে, এর পর বয়েস হলে বুজ্‌তে পারবি-লো।

বিলাস।—হাঁ দিদি! তুই কি জন্যে অন্ধকার দেখিস্, তা বল্‌না? তা হলে এই বেলা অবধি আমি সাবধান হই।

স্বর।—দূর পাগলি! সে রোগ কি সাবধান হলে নিবৃত্ত হয়?

বিলাস।—কেন হয় না গা?

স্বর।।—শুন্‌বি তবে শোন্।

হয়েছে লো ধনী মম বিরহ বিকার।
তাইতে দেখিতে হয় দিনে অন্ধকার॥
নাড়ি গেছে রসে বসে খুঁজিয়া না পাই।
নাথ আশা পিপাসাতে প্রাণে মারা যাই॥
গঞ্জনা হয়েছে দাহ দিবা রাত্রি জ্বলে।
কেবল ভাসিতে থাকি নয়নের জলে॥
কোকিলের স্বরে করি প্রলাপ দর্শন।
ক্ষণে ক্ষণে মুর্চ্ছা করে মলয়া পবন॥
দাঁতেতে লাগায় খিল দুরন্ত মদন।
কালসম জ্ঞান হয় শশির কিরণ॥
প্রণয় হয়েছে বুকে চোরা সান্নিপাত।
সেইত করিল মম দেহের নিপাত
ধৈর্য্য আদি কটা দ্রব্যে হয়েছে অরুচি।
কেবল কুপথ্য বারি খেতে আছে রুচি॥

এ যে লো বিষম জ্বর দিবা রাত্রি ভোগ।
কোথা থেকে বুকে ব্যথা এসে দিল যোগ॥
কেবল করিছি দেখ মুখে হাহাকার।
কিবা রাত্রি কিবা দিবা হেরি অন্ধকার॥

শুন্‌লি বোন্! কি জন্যে অন্ধকার দেখি, এ কাঁতা সেলাই করে হয় নি।

বিলাস।—হাঁ দিদি! আমারও কি ঐ রকম ক্লেশ সহ্য কত্তে হবে? তবেই হয়েচে! ভাল দিদি! তুই যে সব কথা বল্লি, তাতে ত তোর বিকারের মত বোধ হয়, ভাল, তুই বদ্দি দেখাতে পারিসনে?

স্বর। বদ্দি কোথায় পাব বোন্!

বিলাস।—কেন, এই ভোলানাথ বাবু ত প্রায় দু বেলা এখান দে যান, তাঁকে দ্যাকালেই ত হয়।

স্বর।—দুঃছুঁড়ি! ও বদ্দিতে কি এরোগ আরাম কত্তে পারে? ওরা কেবল জয়পালের ডিপে নে বেড়ায় বৈত নয়। ওদের যদি এরোগ আরাম করবার ক্ষেমতা থাক্‌তো, তাহলে আর ওদের টো টো করে বেড়াতে হতো না, এত দিন ফেটিং হাঁকাতে পাত্তো।

বিলাস।—কেন, নিদানে এত রোগের ওষুদ লিখেচে আর ঐ রোগের ওষুদ লেখেনি? মিচে কথা, ওরা কেবল আলিস্যি ঘুচিয়ে তৈয়ের করেনা।

স্বর।—আঃ পাগল! এরোগের ওষুদ কি ওরা তৈএর কত্তে পারে? সে পরমেশ্বরের হাত, তিনি আমার এই রোগ আরাম করবার জন্যে এক জন কবিরাজ পাটিয়ে দিচ্‌লেন, আহা! আমার এমি অদৃষ্ট ঐ

বদ্দি আমার নিরোগাবস্থায় দিন দুত্তিন না চিকিৎসে করে সরে গেছে। আহা! পুর্ব্বে তার ওষুদ কত অশ্রদ্ধা করেচি, হায়! তাঁর ওষুধের গুণে তাঁকে এপর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাত্তেমনা। আহা! তখন আর জান্তেম না যে আমার অদৃষ্টে এমন রোগ ঘট্‌বে।

বিলাস।—সে কবিরাজের নাম কি লা? দিদি ওহো বুজিচি, তোর ভাতার বিদেশে তাই কাদ্‌চিস্‌। তা কি করবি ভাই! এর ত আর চারা নেই এই যে আমার ভাতার বের হল্‌দে কাপড় না ঘুচ্‌তে ঘুচ্‌তেই পটল তুল্‌লো, তা কি করবো বল? এ বলে কি দিবে রাত্রি কেঁদে কেঁদে শরীর খোয়াব।

স্বর।—হায়! তোর কি কিছুই বোধ সোধ হয়নিলা! আজ্‌ও তোর শরীরের প্রতি মমতা আছে! হা! বিধাতা তোর বাড়া নিষ্ঠুর আর ত্রিসংসারে দৃষ্ট হয় না, আহা! যাহারা নারীর জীবন সর্ব্বস্ব স্বামী শব্দের অর্থই ভাল রূপ বুজ্‌তে পারে না, যাহারা প্রাণসম পতির সহিত এজনমের মত বিচ্ছেদ হইলে সমভাবে আমোদ প্রমোদ দ্বারা সঙ্গিনীর সহিত সতত কালক্ষেপণ করে, যাহারা নিদ্রিত হইলে সহজে জাগাইতে পারা যায় না, তাদের প্রতি এইরূপ অনিষ্টাচরণ করিয়া তোর কি লাভ হচ্চে। আহা! আবার পাড়ার কত গুলি নব্য আছেন, তাঁরা দুদিন না ইস্কুলে পড়্যে বাড়ীর মেয়েদের কাছে বলেন "পরমেশ্বর পরম দয়ালু" তিনি সর্ব্বদা

সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন,, আহা তাদের মুখে আগুণ! তারা কি আর আমাদের এই দুর্গতি দেখ্‌তে পায় না? কেবল তাঁকেই দয়ালু বলে।

বিলাস।—ও দিদি! ভাল কথা মনে বটে, সেই যে কি সাগর, মর মনেও এসেনা [এমন সময়ে দূর হইতে] ওরে আট্‌লাণ্টিক সাগর-রে আট্‌লাণ্টিক সাগর।

স্বর।—কে রা—ও।

বিলাস।—ঐ সেই পেঁচো পোড়ারমুকো ইস্কুলথেকে যাচ্চে।

স্বর।—নে ও যাগ্‌গে, তার পরে তুই কি বলছিলি বল্‌?

বিলাস।—রসো বোন্! ও আগে চলে যাক্, তা না হলে আবার ভ্যাংচাবে।

স্বর।—[কিঞ্চিৎ বিলম্বে] নে ও অনেক দূর গেচে, এখন তুই বল্‌, ও আর শুন্তে পাবেনা।

বিলাস।—হাঁ বল্‌ছিলুম্‌, বলি কি সাগর (এই বলিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ)।

স্বর।—কি বিদ্যেসাগর নাকি?।

বিলাস।—হাঁ হাঁ সেই তিনিই বটে, তা তিনি যে কি রাঁড়ের বের্‌ পেঁতে বের করেছিলেন, তার কি হলো?

স্বর।—কি হয়েচে তা জানিস্‌নে, শোন্।

সুশীল সুবুদ্ধিমন্ত সর্ব্বগুণধাম।
কার্য্য অনুসারে বিধি দিয়াছেন নাম॥
সর্ব্বশাস্ত্রে মূর্ত্তিমান অতিতীক্ষ্মমতি।
বুঝেছেন বিধবার যেরূপ দুর্গতি॥
বুদ্ধিবলে ধর্ম্মশাস্ত্র করি অন্বেষণ।

ছাপাইয়ে দেননাকি কি এক বচন ॥
তাতে নাকি লেখা ছিলো বিধবার বিয়ে।
যত মূর্খ নেচে উঠে সেই কথা নিয়ে ॥
কেহ বলে আমরা থাকিতে বিদ্যমান।
হেরিবে বিধবাগণ সুখের বয়ান ॥
কেহ বলে কার সাধ্য এটা নাকি হয়।
কালে কালে ধর্ম্ম লোপ হলো সমুদয় ॥
কেহ বলে ইকি কথা কোথা আমি যাব।
হিঁদুর ঘরের রাঁড়ী সিঁদুর পরাব ॥
এই রূপ সকলেতে করিয়া মন্ত্রণা।
অভাগিনী আমাদের দিয়াছে যন্ত্রণা ॥
এই সব অভাগারা সমূলে না মলে।
হবে না সুখের দশা বিধবার ভালে ॥

বিলাস।—ভাল বিদ্যেসাগর মশাই এখন কি বলেন ?

স্বর।—জানিস্ তো বোন্! "দশচক্রে ভগবানভূত" দেশস্থ সকল লোকই হলো একাট্টা, তা তিনি একলা কি করবেন, তিনি এখন ভ্যেবা গঙ্গারাম হয়েচেন।

বিলাস। ও বোন্ দেখিস, ওকালক্রমে চলেযাবে, তবে কি তা জানিস্ ও আমাদের অদৃষ্টে আর হলো না! তা চল এখন বাড়ী যাই (এই বলিয়া প্রস্থান।)

বলাই চাঁদের বাটীতে।

উদয়।—দেখুন দেখুন মশাই! কেমন একদল গাজন আশ্চে।

সন্ন্যাসী—অগ্রহায়ণ মাসে গাজন, সে কি? কৈ দেখি (এই বলিয়া সেই দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া) রাম রাম! কতক গুলো মেয়ে মানুষ

প্রায় বিবসনা হইয়া এই দিগে টপ্পা গাইতে গাইতে আশ্চে, ঐ বুঝি তোমার গাজন ?

বলাই।—না মশাই! ঐ সেই দ্বিতীয় বিবাহের খুদমাৎতে আশ্চে।

সন্ন্যা।—ও বাবা এত খুদ মাঙা নয়, এ যে সর্ব্বনাশের গোড়া। এস এস এখান হইতে নেমে যাই, ও দেখ্‌তেও নেই।

উদয়।—বিলক্ষণ মশাই! ঘুগু দেখ্‌লেন তার ফাঁদ দেখ্‌বেন না?। হাঁ হাঁ দাঁড়ান দাঁড়ান করেন কি।

সন্ন্যাসী।—আর আমাকে ফাঁদ দেখ্‌তে হবে না, আমাদের শাস্ত্রে কথিত আছে যে—

"পরস্ত্রীতে যাহার জননী তুল্য জ্ঞান।
পর দ্রব্য জ্ঞান করে লোষ্ট্রের সমান॥
সকল প্রাণীকে দেখে আপনার মত।
সেই সে পণ্ডিত বটে শাস্ত্রের সম্মত"॥

উদয়।—নিন মশাই! এখন আর সে কাল নেই, কাল পেয়ে বচন পর্য্যন্ত ঘুরে দাঁড়িয়েচে।

সন্ন্যা। ঘুরে দাঁড়িয়েচে কেমন ?

উদয়।—তাও জানেন না।

পর স্ত্রীকে নিজ পত্নী তুল্য যার জ্ঞান।
পর দ্রব্য জ্ঞান করে রক্তের সমান॥
পর হিংসা পর দ্বেষে যে হইবে রত।
সেই সে পণ্ডিত বটে একালের মত॥

সন্ন্যা।—এখনকার এই বচনই বটে, তা যা হউক এই যে যাঁরা বিকে ল বেলায় টেরি ফিরিয়ে রাস্তায় গায়ে

ফুঁ দে বেড়ান, তাঁদের পরিবারগণ এতে আছেন না কি ?

বলাই।—আজ্ঞা হাঁ, তাঁরাও আছেন।

সন্ন্যা।—হায় কি আশ্চর্য্য! আমরা কৌপীন ধারণ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে গেলে বলেন কি তোমাদের ও রকম করে কাপড়পরে লজ্জা করে না, ওতে যে আমরা লজ্জা পাই। আঃ মর তোদের বাড়ীর পরিবারগণের কর্ম্ম দর্শন কল্লে আমরা যে এত বে লজ্জা আমাদের পর্য্যন্ত লজ্জা হয়, তাকি তোরা দেখতে পাস্‌নে। যা হউক এখন এস আমরা নীচে যাই, ওরা আবার কি মনে কর্‌বে (এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান)

বিমলা।—ও ঠাকুরঝি! সন্দে হলো আমি ভাই বাড়ী যাই, না হলে ঠাকরুণ বক্‌বেন।

স্বর্ণ।—ও বড়বৌ! তবে আমরাও আজ বাড়ী যাই, রাত হলে দাদা আবার বক্‌বেন।

গোলাপী।—ওরে আমার দাদা, সোহাগীরে শ্যাল ডাক্‌লে কি দাদা ঘরে নেবে না? একটু গৌণ কন্না ভাই!

স্বর্ণ। আজ কি এখানে থাক্‌তে হবে না কি? (এই বলিতে বলিতে শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে ভৈরব দত্তের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ, তথা হইতে স্ব স্ব বাটীতে সকলের প্রস্থান)।

অনঙ্গমোহনের প্রবেশ।

অনঙ্গ। (স্বগতঃ) আহা মনে করেছিলুম্‌ যে আজ্‌

বৈ কাল এগ্‌জামিন, এ কদিন খুব পরিশ্রম করে পড়া গুলো সুদ্‌রে নেব, তাতো খুব হবে দেখ্‌তে পাচ্চি, এ কদিন বাড়ী ঢোকাই ভার, তা যা হউক আর কতক্ষণ বাইরে বাইরে বেড়াব, এখন বাড়ী যাই, রেতের ব্যালায়ও কি আর গায় চূণ হলুদ দেবে? (এই বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ)।

লবঙ্গলতা।—ও বড়দিদি! ঐ বুঝি সেজো ঠাকুরপো আশ্চেন? ঐ না জুতোর শব্দ হচ্চে।

গোলা।—চুপ চুপ, চূণ হলুদের ঘট্টে কোথায়?

লবঙ্গ।—ঐ কুলুঙ্গিতে রয়েচে।

গোলা।—নিঃশব্দপদসঞ্চারে ঘটী গ্রহণ পূর্ব্বক অনঙ্গ-মোহনের গাত্রে অর্পণ।

অনঙ্গ।—ছি! ছি! কাপড় খানা খেলে একেবারে!

গোলা।—কাপড় কি কেউ খেয়ে থাকে? একেবারে যে আহ্লাদে অজ্ঞান হলে।

অনঙ্গ।—তা নয়, বলি এ কাপড়খানা রাঙা হলো, এ আর ধোপার বাড়ী না দিলে আর ব্যবহার করা যাবে না।

গোলা।—তবেত তোমার আজ্‌ অনেক জিনিষ ধোপার বাড়ী দিতে হয়?

অনঙ্গ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ভাল ওকথায় তখন পারা যাবে; এখন পথ ছেড়ে দাও যাই।

গোলা।—মোণ্ডা না খাইয়ে যাবে কোথায়?

অনঙ্গ।—ভাল বৌ! তুমিই বিবেচনা কর দেখি, কার মণ্ডা খাওয়ান উচিত।

গোলা।— তোমাকে খাওয়ান উচিত, এস আমরা কিছু খরচ পত্র করে তোমাকে খাওয়াই গে।

অনঙ্গ।—তাই কোন্ অসঙ্গত (এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক আপন শয়নাগারে গমন করিয়া) (স্বগতঃ)হায়! দেশের কি কুপ্রথা, শয়নাগারে আসিবার সময় অন্তরাল হইতে আড়ে দেখিলাম যে, প্রাণাধিকা মাজের ঘরের প্রদীপের প্রতি অনিমিক লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন তিনি কোন রূপ চিন্তায় অভিভূতা আছেন। আহা! কি চিন্তা করিতেছে এপর্য্যন্ত তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। (এই ভাবিয়া দন্ত দ্বারা বাম হস্তস্থ কনিষ্ঠাঙ্গুলী স্পেষণ করত কিয়ৎক্ষণ অধো দৃষ্টে অবস্থিতি করিয়া) ও ইয়েস্, বোধ হয় তিনি এই চিন্তা করিতেছেন যে,হায়! হয়ত আমার প্রাণাধিক কোন ভদ্র সমাজে কিম্বা কোন গুরুজন সমক্ষে আমার এই কুৎসিত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া অপার লজ্জা অনুভব করিতেছেন, যাহা হউক এমত সময়ে আমি সেই দ্বার দেশে উপনীত হইলাম। আহা! আমাদের যখন চারচক্ষুর একত্র সমাগম হইল তখন প্রেয়সী লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া বসনে বদন আচ্ছাদন করিলেন। হায়! যে বিষয়ে স্ত্রী পুরুষে লজ্জা বোধ হয়, তাহা প্রকাশ করিতে গ্রামস্থ বাবুরা কি রূপে মুখ ব্যাদান করেন (এই রূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পরে রজনী প্রভাতা হইলে পুস্তকাদি লইয়া ইস্কুলে গমন করিলেন)।

চতুর্থাঙ্ক সমাপ্ত।

ভৈরব দত্তের অন্তঃপুরে।

গোলা।—বলি ও মেজো বৌ! এখন যে বড় ঘুমিয়ে আচিস্, আজ সেজো বৌর কাদা মাটী হবে, আজ যে কত কর্ম্ম রয়েচে,তোর কি তা মনে নেই? আহা! ছুঁড়ীটে এ কদিন কত কষ্টই পাচ্চে।

লবঙ্গ।—আমিত ঘুমুচ্চিনে এই যে উটিচি।

গোলা।—না, ঘুমবে কেন? কেবল চোক্ বুজিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েচ বৈত নয়, তা যা হউক আর এখন তামাসা করবার সময় নয়, কেউ না উঠতে উঠতে ওকে নাইয়ে আন্তে হবে, তা তুই ততক্ষণ তীর ক গাচা ওপ্‌ড়া দেকি, দেরি না হয়,আমিগে মাতা ঘসা দে ওর মাতাটা ঘসে দিই। [এই বলিয়া তথায় গমন পূর্ব্বক] আয় দেকি লা তোকে তেল হলুদ মাকিয়ে দিই।

মালতী তৎক্ষণাৎ তীর ঘর হইতে বহির্গতা হইয়া তৈল হরিদ্রা মাখিতে আরম্ভ করিলেন।

লবঙ্গ।—ও বড় দিদি! আমার তীর তোলা হয়েচে, বেলা হলো এস যাই।

গোলা।—হাঁ চল [এই বলিয়া মালতীকে সমিভ্যারে লইয়া সরোবরে স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন]

লবঙ্গ।—হ্যাঁ দিদি! আজ কে না তেল হলুদ দিতে হয়?

গোলা।—হ্যাঁরে ভাল কথা মনে বটে, এই যে নাপ্তে-বৌও এয়েচে, ও নাপ্তেবৌ! ওভাই তোতে আর স্বরস্বতী ঠাকুরঝিতে এই তেল হলুদ গুলো বিলি করে আয় দিকি বোন্।

নাপ্তেনী।—[সভ্রুভঙ্গে] যাবে কি গা দিদি ঠাকরুণ?।

গোলা।—না গেলে ওকে ছাড়ে কে।

স্বর।—যাই কিন্তু কাকে কাকে দেব, তা বলে দাও?

গোলা।—তোমার যাকে ইচ্ছা, তাকে দেবে, তা আর বলে দেব কি; না আমাদের কথায় দেবে?

স্বর।—নে এখন রঙ্গরাখ্; কোথায় দেব, তা বলে দে? অমন কল্লে আমি যেতে টেতে পারবো না।

গোলা।—বোন্ রাগ করিস্নে, গ্রামস্থ সকলকেই দিতে হবে (এই বলিয়া বদনে বসন আচ্ছাদন করত হাস্য)।

লবঙ্গ লতা।—পারবে তো?।

স্বর।—না পেরেই বা করি কি (এই বলিয়া নাপ্তেনীর মাথায় তৈল হরিদ্রা সমর্পণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান।)

গোলা।—ও সেজো বৌ! ওছুড়ী সুদু কোলে বসে রইলো তা তুই চট করে কেন কোল সরাটা বেঁদে দে না।

লবঙ্গ।—না বোন! আমি কোল সরাটা বাঁদ্দে পারবনা, তুমি বাঁদ।

গোলা।—আ-রে আমি দেকিয়ে দিচ্চি, তার আরকি তুই ঐ পাঁচ ফল ও সরাটরা গুলো বের করে আন দিকি।

লবঙ্গ।—হ্যাঁ ভাই তা দিচ্চি। (এই বলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পাঁচ ফলাদিদ্রব্য আনয়ন করিয়া সমর্পণ।

গোলা।—তা তুই বাঁদ্না আমি দেকিয়ে দিচ্চি তার আর কি।

লবঙ্গ।—তবে বলে দাও।

গোলা।—তবে শোন।

শুনধনী যাহা জানি, প্রথমে হলূদে কানি,
পাত দেকি মাটির উপরে।
চার কোন টানে টানে, রাখ অতি সাবধানে,
তাতে দাও সরা চিৎকরে॥
সুপুরি হত্যুকি নিয়ে, রাখ তাহে সার দিয়ে,
পরে বয়ড়া করহ স্থাপন।
রস অতি সুনির্ম্মল, সুন্দর দাড়িম্ব ফল,
তাহে পুনঃ করহ অর্পণ॥
নারিকেল তার কাছে, এইত বিধান আছে,
পুনঃ এক সরা নেও করে।
হয়ে অতি সযতন, কর তাহা আচ্ছাদন,
শীশ যেন না থাকে ভিতরে॥
পুনঃ সেই কানি ধরে, ঢাকা দিবে যত্ন করে,
তাহে আল্তা করহ স্থাপন।
নিম্নেতে দিবে দুখানি, উপরেতে তিন খানি,
দিয়ে কর সূত্রের বন্ধন॥

এই গুলি মনে রেকে, দ্রব্য সব দেকে দেকে,
কোল সরা করহ নির্ম্মাণ।
মেয়েলি তন্ত্রেতে বলে, এর অন্য মত হলে,
দম্পতির হবে অকল্যাণ॥

এই আর কি, এ আর হাতিও নয়, ঘোড়াও নয়, তা তুই ততক্ষণ সাজা, আমি নগ্‌গি করে আসিগে যাই। [এই বলিয়া দ্রুতবেগে সরোবর সন্নিকটে প্রস্থান]

বিদ্যুল্লতার প্রবেশ।

বিদু।—কৈ গো গ্রস্তরা কোথায়, কারুর যে সাড়া শব্দ পাইনে।

লবঙ্গ।—কেও বিদ্যুৎ ঠাকুরঝি নাকি? আয় বোন্ আয় আজ বাড়ীতে যেমন করে হোক্ একটা কর্ম্ম তোদেরই সাড়া শব্দ পাওয়া ভার এখন কি উল্‌ট উৎপত্তি দিতে এলি নাকি।

বিদু।—তা আমরা এসে কি করবো বোন্ যে কর্ম্ম তা তোরা দুই যায় সেরেচিস্।

গোলা।—কেরা-ও এসে থোব্‌না নাড়্‌চে কথা বল্‌তে লজ্জা করেনা?

বিদু।—কেন আমার জন্যে তোমার কি আটক খেয়ে রয়েচে, কিছু কত্তে হবে নাকি, এত চোট কেন?

গোলা।—কাজ আর নেই?

আজ কোন কাজ নেই বল কোন্ লাজে।
গোল এক খানা কাট উঠনের মাজে॥
দুই হাতে শীল খানি করিয়া ধারণ।
ধিরে ধিরে তার মাঝে করহ স্থাপন॥

নতুন চালুনী আছে ঘরের ভিতরে।
বেলা হলো দ্রুত গিয়ে আন বার করে॥
এই সব কর্ত্তে হবে তব পায় পড়ি।
চালুনীতে আগে দিবে ছাগলের দড়ি॥
দেখ বুঝি চালের বাতায় আছে তোলা।
তাতে দিতে হবে এক কচ্ছপের খোলা॥
অল্প পরিমাণে নিয়ে রজত কাঞ্চন।
কাগচে মুড়িয়ে তাতে কর সমর্পণ॥
ধিরে ধিরে সার কর্ম্ম হবে না চঞ্চল।
হস্তু কি প্রভৃতি তাতে দেও পঞ্চফল॥
কলসী পূরিয়া জল রাখ এক ভিতে॥
নোড়া আন সেজোবৌর হবে প্রসবিতে॥
ক্রমে ক্রমে এই গুলি হলে আয়োজন।
সেজো বউ শিলায় করিবে আরোহণ॥
চালুনি ধরিবে শিরে কোন কোন ধনী।
সাতজন জল দিব করি কণ্ঠধ্বনি॥
পরে আমি শঙ্খ নিব আপনার করে।
চঞ্চল করিব পাড়া তাহে বাদ্য করে॥
দুই যায় বসে আছি তোর মুখ চেয়ে।
কর্ম্ম নেই কেমনে বলিলি চক্ষু খেয়ে॥

বিদু।—তা ভাই! গর্ত্তত আর আমাদের খুঁড়তে নেই, সে পুরুষ মানুষের একটু খুঁড়ে দিতে হয়, তা কে খুঁড়ে দেবে? একটা কোপ মেরে দিলে না হয় আমি খুঁড়ি কি করি আর।

গোলা।—কেন, এই নাপ্তেবৌর ব্যাটা এখন একটা কোপ মেরে দেবে, এখন যা তরে শ্যালা।

পাঁচকড়ি।—মুই যাচ্ছি, কিন্তু বাকুলে মোর অনেক কাজ হ্যালো।

গোলা।—মেজোবৌ! তুই ঐ কোদাল খানা নে যা, বিদু ঠাকুঝ্‌ঝী এক্‌লা পারবে কেন, বল্লেই ত হয় না।

লবঙ্গ। হাঁ যাই (এই বলিয়া কোদাল গ্রহণ পূর্ব্বক উঠানে গমন করিয়া পরামাণিকের সন্তানের প্রতি) এই নে বে পাঁচকড়ে! একটা কোপ মেরে দে।

পাঁচকড়ি।—মুই এক কোপেই গর্ত্ত করচি [এই বলিয়া কোদাল গ্রহণ পূর্ব্বক মৃত্তিকা খনন করিতেছে, এমত সময়ে লবঙ্গলতা আসিয়া] নে তুই কোদাল দে তোর আর খুঁড়্‌তে হবে না আমি খুঁড়্‌চি।

বিদু।—তুই যে সব খুঁড়ে ফেল্লি লা! আমার ঠেঁই একবার দে আমি একটু খুঁড়ি, না হলে বড়বৌ আবার ঠাট্টা করবে।

লবঙ্গ।—আর ভাই! তোর খুঁড়্‌তে হবে না, ঢের হয়েচে, এই নে এই শীল খানা উরির মাজখানে পাত আমি ততক্ষণ ওপরে থেকে সেজোবৌকে ডেকে আনি ওঁরা দাঁড়িয়ে রলেন [এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান]

শশী।—

গীত

বৃন্দে যাওহে জাও বল গিয়ে রাধারে।
যাবনা ফিরে, চাইনে আর তারে,
আমার যে দুখ দিয়েছে প্রাণে, আজ আছে অন্তরে॥

সৌদামিনী।—এখন আর গান গাইতে হবে না, বেলা হলো, কত গান জানিস্‌ তা বিকেলে দেখা যাবে

এখন। তুই এখন দেখ্ দেখি মেজোবৌ সেজোবৌ-কে আন্তেগে বুড়ো হলো নাকি ?

শশী।—না এই যে আশ্চে, আয় না লা শিগ্‌গির করে বেলা হলো যে ?

লবঙ্গ।—হাঁ ভাই যাই [এই বলিয়া বিবর সন্নিকটে গমন পূর্ব্বক] সেজোবৌ! তুই বোন্ ঐ শীলের উপর দাঁড়াত।

মালতী।—আমি ওর ভিতর নাব্বো কেমন করে, পড়ে মরবো যে।

লবঙ্গ।—না মরবে না, চট্‌করে নাব্।

গোলা।—কৈ তোরা চালুনিতে কি কি জিনিষ দিচিস দেখি।

বিদু।—এই ধরগে প্রথমে ছাগলদড়ী, কচ্ছপের খোলা, তবে গে শোনা রূপো আর পাঁচ ফল দিচি।

গোলা।—তবে বেস হয়েচে। মেজোবৌ গর্ত্তে নেমে-চিস্‌লা।

মালতী।—হাঁ নেমেচি শীগ্‌গির মাতায় জলদাও আর আমি দাঁড়াতে পারিনে বড় রৌদ্র।

লবঙ্গ।—সেজোবৌ! তুই চুল গাচ্টা উল্‌টে এনে বুকে-র উপর রাখ্, না হলে যদি এ জল তোর কোমরে পড়ে তাহলে বাধক হবার সম্ভাবনা।

মালতী।—হাঁ চুল উল্‌টে নিচি, এখন মাতায় জল দেও।

গোলা।—বিদু ঠাকুরঝি! তুই ভাই চালুনি খানা মাতার

উপর ভাল করে ধত্তো! আমরা এই সাত জন এওতে জল ঢেলে দি।

বিদু।—আমি ধরেচি তোরা জল ঢাল্।

গোলা।—হাঁ ঢালি (এই বলিয়া সাত জন সধবার সহিত শঙ্খ ও কণ্ঠধ্বনি করত জলসেক করিতে লাগিলেন। মালতী নিশ্বাস রোধকতা প্রযুক্ত না না শব্দ করত উল্লম্ফন পূর্ব্বক বিবরের উপরি ভাগে আরোহণ করিলেন।

গোলা।—আ আবাগি উঠে পল্লি!

লবঙ্গ।—ছেলে মানুষ আর কতক্ষণ থাক্‌বে [এই বলিয়া বদনে বসন আচ্ছাদন করত হাস্য।]

স্বর্ণ।—আ মর তোর সকলের সঙ্গেই ঠাট্টা যে, নে সেজোবৌ তুই কাপড় পর।

মালতী।—লজ্জায় নম্র মুখী হইয়া বস্ত্র পরিধান করত গৃহ মধ্যে প্রবেশ।

সৌদা।—ওরে যাস কোথায়, ছেলে বিউবিনে? এই দিকে আয় (এই বলিয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) বোস্ এখানে বোস্ মেজোবৌ ধামাটা কৈ লা?

লবঙ্গ।—(সত্রস্তা হইয়া) এই ন্যাও।

সৌদা।—ওলো নে এই ধামাটা বুকে দে।

মালতী।—আবার ধামা কেন?

সৌদা।—তোকে বল্‌চি তুই বুকে দে না দর কার আছে।

মালতী।—নিরুপায় হইয়া ধিরে ধিরে ধামাটি উদরের নিকট অর্পণ করিলেন।

গোলা।—নোড়া কৈ?

লবঙ্গ।—এই ন্যাও।

গোলা।—(লোড়া গ্রহণ করিয়া মালতীর প্রাঙ্গন বসনে স্থাপন পূর্ব্বক পার্শ্বে অবলোকন করত) ওলো তোরা মা ষষ্ঠীকে ডাক নালা (অনন্তর সকলে মিলিয়া মা ষষ্ঠী দোর ছাড়, মা ষষ্ঠী দোর ছাড়,) সেজেবৌ কোৎ দে না লা তা না হলে হবে কেন, মা ষষ্ঠী দোর ছাড় মা ষষ্ঠী দোর ছাড়।

গোলা।—ওলো ব্যাটা ছেলে হয়েচেলো, ব্যাটা ছেলে হয়েচে, তোরা শাঁকটা বাজা, সেজোবৌ! তুই এই ছেলে কোলে করে নে (এই বলিয়া তাহার ক্রোড়ে সমর্পণ।

সৌদা।—নে হয়েচে, এখন নোড়া রাখ্, এই কোল সরাটা কোলে করে তীর ঘরে যা। বড়বৌ! আমরাও এখন আসিগে।

গোলা—সেজোবৌ! তুই এঁদের সকলকে নমস্কার কর্ না।

মালতী।—তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম।

সুভদ্রা।—জন্মাইতি হও।

সৌদা।—হাতের নক্ষয় হউক।

গোলা।—পাঁচ পাত কুড়িয়ে খাও।

শশী।—পাকা মাতায় সিঁদুর পর।

মোহিনী।—ভাতার সোহাগী হও।

বিদু।—সাত বেটার মা হও।

লবঙ্গ।—তাল আজ্জে তাল খেও, নাতি পুতির নাতি খেও।

সকলে এই রূপ নানা প্রকার আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং মালতীও কোল সরা কোলে করিয়া তীর ঘরে প্রবেশকরিল।

বলাই ও উদয়চাঁদের প্রবেশ।

বলাই।—[উদয়চাদের প্রতি দৃষ্ট করিয়া] গোঁসাই-জিকে কাদা মাটি দেখাবার উপায় কি বল দেখি? আমিত কিছুই ভেবে পাচ্চিনে।

উদয়।—কেন হে! তার ভাবনা কি? আমাদের বাড়ীর সকলেই এতক্ষণ কাদা মাটি দেখ্‌তে গেচে, আপনারা আসুন আমার ঘরের ভিতর বসবেন এখন, সেই ঘরের পেচনেই কাদা মাটি হবে কি না, সেই পেচনকার জানালা খুলে দিলেই সব দেখা যাবে।

বলাই।—গোঁসাই জি! একবার আসুন দেখি উদয়চাঁদের বাড়ীথেকে বেড়িয়ে আসি।

সন্ন্যা।—তা চলুন [এই বলিয়া সকলের উদয়চাঁদের বাটীতে প্রবেশ।]

পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত।

ভৈরবদত্তের অন্তঃপুর।

গোলাপি।—ও মেজোবৌ! তুই কলসী দুই জল এনে রাখ্‌না লা ঐ সব আশ্চে।

লবঙ্গ।—হাঁ আনি [এই বলিয়া প্রস্থান।]

প্রতিবেসিনীগণের প্রবেশ।

গোলা।—এস এস সব বস, হাঁগা! উত্তর পাড়ার তাঁরা সব আসবেন না?

স্বর্ণ।—হাঁ তাঁরা সব অনেকক্ষণ এয়েচেন ওদাওয়ায় বসেচেন, কারুর আস্‌তে বাকি নেই, জল পেলেই কাদা আরম্ভ করে দেওয়া যায়।

লবঙ্গ।—এই জল ন্যাও।

গোলা।—ওই খানে ঢেলে দাও।

লবঙ্গ।—হাঁ দিই (এই বলিয়া জল নিক্ষেপ)

(বিদ্যুল্লতা আপনার পরিধেয় বস্ত্র খানি মস্তকে জড়াইয়া কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক জুতার মালা জপ করিতে করিতে বৈরাগী বেশে প্রবেশ।)

বিদু।—আত্ম তত্ত্বে সকলেতে হওলো তৎপর।
ভাব সেই নিত্য নিরঞ্জন পরাৎপর॥
দেখিয়া কালের গতি অবাক হয়েছি।
এই জন্য প্রেম পথে কণ্টক দিয়েছি॥
শুনেছি পুরাণে নাকি কৃষ্ণ বৃন্দাবনে।
সুখেতে বিহার করে গোপীকার সনে॥
দেখে রাধা প্রেমে বদ্ধ শ্যাম রূপ পাখি।
হৃদয় দাড়িম্ব দেন সম্মুখেতে রাখি॥
সদা ভয় পাছে পাখি মরে মন দুখে।
জিহ্বা রূপ তেলাকুচো সদা দেন মুখে॥
গণ্ড সরোবরে রাখি সুশীতল জল।
হৃদয় পিঞ্জরে রাধে দিয়াছেন স্থল॥
কত যতনের সেই শ্যাম সুখ পাখি।
ফস্‌করে উড়ে গেল দিয়ে তারে ফাঁকি॥

পুরাণেতে আছে দেখ আশ্চর্য্য কথন।
দ্রৌপদীর প্রেমে হলো কীচক নিধন ॥
দশানন মত্ত হয়ে জানকীর প্রেমে।
রাম হাতে সবংশে মরিল ক্রমে ক্রমে ॥
অতএব বলি সবে শুন সুমন্ত্রণা।
অদ্যাবধি কেহ আর পীরিতি করনা॥
রাগ ভরে বষ্টমী গিয়েছে কোন খানে।
সেই জানে বিধি জানে আর জানে জানে॥
হারানে বষ্টুমী যদি পুনর্ব্বার পাই।
করহ গোপনে প্রেম তাতে ক্ষতি নাই ॥

এই বলিয়া বাবাজি কি বল্‌চেন তাহা শ্রবণ কত্তে আজ্ঞা হয়।

গীত।

প্রাণের বষ্টমী গিয়াছে আমার রাগ করে।
প্রাণ কেমন করে, আছি মরমে মরে,
ত্রিভুবন শূন্য দেখি না হেরে তারে,।
আবার জ্বালার চোটে ছুটে বেড়াই,
থাকতে নাপারি ঘরে ॥

সৌদা।—এস এস বৈরাগী ঠাকুর তোমার বাড়ী কোথায়? তোমার মত বৈরাগী ত আমরা কখন দেখিনি, কি মনে করে এই রমণীমণ্ডলে উপস্থিত হয়েচো?

বিদু।—হাঁগা! আমার কি চার হাত, না কলিকাতায় যেমন একবার একটা ছ পেয়ে গরু এয়েছিল তেমনি,

ছ খানা পা তাই, আমার মতন বৈরাগী কখন দেখনি।

সৌদা।—তুমি ছ পেয়ের বাড়া।

বিদু।—কেন কেন?

সৌদা।—শুন্‌বে শোন।

সামান্য বৈষ্ণব দেখি যথায় তথায়।
তব তুল্য কুচধারী দেখিনি কোথায়॥
গাঁথিয়ে জুতোর মালা সদা রাখ করে।
বৈষ্ণবে এরূপ জপ কখন না করে॥
কাদম্বিনী সম বেণী শোভিছে মাথায়।
দাড়ি গোঁপ উঠেনাই একি দেখি দায়॥
পোড়া চক্ষে দেখি সব অদ্ভুত লক্ষণ।
এমন বৈষ্ণব নাহি করি নিরীক্ষণ॥

বিদু।—যথার্থ বৈষ্ণবের লক্ষণই এই।

সৌদা।—তা কখনই নয়।

বিদু।—বোধ হয় শুনে থাক্‌বে যে বৈরাগীরা দেবাদিদেব মহাদেবকে অবজ্ঞা করিয়া কেবল বিষ্ণুর উপাসনা করে, বিষ্ণু তাহাদের উপর কখনই প্রসন্ন হন না। সুতরাং আমি সেই ভয়ে মহাদেবের প্রীতি জন্য আজানুলম্বিত জটা ধারণ করিবার বাসনায় মাথায় চুল রাখিয়াছি। আর বিষ্ণুর প্রীতি জন্য কোমরে কৌপীন ধারণ করেচি, তদ্দৃষ্টে হরি হর আমার উপর প্রসন্ন হইয়া রক্ষার্থে সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদেরই ভূধর সদৃশ মন্দিরের শিখর যুগল

আমার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে, এ স্তন যুগল নয়।

সৌদা।—(বদনে বসনাচ্ছাদন করত হাস্য করিতে করিতে) ভাল তা এখানে কেন?

বিদু।—বষ্টুমীকে খুঁজ্‌তে এয়েচি, যদি দেখে থাক দয়া করে বার করে দ্যাও।

সৌদা।—তুমি হলে পর পুরুষ, হটাৎ কি তোমায় বার করে দেওয়া যায়।

(এমত সময়ে নাসাগ্রে রসকলী কাটিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ শব্দ করত বৈষ্ণবীর বেশে শশী মুখীর প্রবেশ।)

শশী।—ফুটিলে যৌবন ফুল, সৌরভেতে প্রাণাকুল,
পুরুষ যে অলিকুল, কোথা থেকে যুটেছে।
মত্তহয়ে মধুপানে, নাহি চায় অন্য পানে,
স্বকার্য্য সাধন করে, অন্য ফুলে ছুটেছে॥
পুরুষের সার ধর্ম্ম, রমণী মজান কর্ম্ম,
কে বুঝিবে তার মর্ম্ম, যে জানে সে জেনেছে।
জেনেছে যে একবার, তাহাদের ব্যবহার,
নাকে খত দিয়ে সেই, ঘাটি বলে মেনেছে॥
নারীর যৌবন কাল, প্রাপ্ত হলে সেই কাল,
সময় কালেতে তারা, কত মজা লুটেছে।
কালেতে আসিয়া কাল, গত হয় সেই কাল,
নারীর কপালে সুধু, যাতনাটি রয়েছে॥
অতএব বলি সার, যে জেনেছে একবার,
পুরুষের ব্যবহার, প্রেম যেন করে না।
বিচ্ছেদ কুরব রবে, প্রেম রব নাহি রবে,
কলঙ্কিনী সবে কবে, সার মাত্র ভাবনা॥
পরেরে সঁপিলে প্রাণ, দিন দিন যাবে মান,

লাভ হতে অপমান, আর লোক গঞ্জনা।
সুখ লেশ এতে নাই, প্রেম পোড়া রবে ছাই,
এই মাত্র দেখ্‌তে পাই, অবশেষে যন্ত্রণা॥

সৌদা।—[স্বগতঃ] এইত শশীমুখী বষ্ঠমী সেজে এয়েচে, এখন কি করিলে সকলে আমোদ করবে, [প্রকাশে] এই যে আমার সাধের বষ্টুমী প্রাণ এয়েচে, এস ভাই ভাল আচত?

শশী।—[ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক মুখ ফিরাইয়া] ভাল থাকবো না তো মন্দ থাক্‌বো। এই বলিয়া তাহার নিকট গিয়া নানা প্রকার অশ্লীল সঙ্গীত করিতে লাগিলেন।

(মনোমোহিনীর প্রবেশ।)

মনো।—মাতায় একটী খড়ের বিঁড়া ও এক গালে চূণ অন্য গালে কালি মাখাইয়া প্রেয়সী কোথায় প্রেয়সী কোথায় এইরূপ শব্দ করত তথায় প্রবেশ।

বিদু।—(কর্দ্দমে ভূষিতা হইয়া) আহা আজ যে আমি প্রাতে কার মুক দেকে উঠে ছিলুম, তা মনে হচ্চেনা, যা হউক আপনি যে বড় আজ আমার তত্ত্ব কচ্চেন?

মনো।—প্রিয়ে! তুমি কি জাননা যে রাজাদের মনে আনন্দের উদয় হলেই অন্তঃপুর মধ্যে গমন করেন।

বিদু।—রাজা মশাই, আজ আপনার আমোদ করিতে ইচ্ছা হয়েছে বটে কিন্তু মহারাজ আমার আমোদের সময় নয়।

মনো।—কেন?।

বিদু ।—তোমার মাতার বড় হইয়াছে রোগ।
মনো।—রাখ প্রাণ ওসব কেবল কর্ম্ম ভোগ॥
বিদু ।—তোমার কনিষ্ঠ ভাই কাল মরিয়াছে।
মনো ।—সবার হইবে মৃত্যু তবে আগে পাছে॥
বিদু।—হঠাৎ ঠাকুরঝি মোর হয়েছে পাগল।
মনো।—ভুগিতেছে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ফল॥
বিদু।—মরেচে তোমার পিসী ভয়ানক জ্বরে।
মনো।—প্রমাই ফুরুলে বল ঔষধে কি করে॥
বিদু।—কত কষ্ট পায় তব মামাতোতো ভাই।
মনো।—মরুগ্‌গে আমার তাহে কিছু ক্ষতি নাই॥
বিদু।—পুত্র প্রাণে মরে নাথ পড়ে চির রোগে।
মনো।—কষ্ট পায় প্রাণী মাত্র পূর্ব্ব পাপ যোগে॥
বিদু।—তোমার বেশ্যার নাকি হয়েছে অসুখ।
মনো।—কি বলিলে প্রাণাধিকে ফেটে যায় বুক॥
শুনিয়ে রোগের কথা কেঁদে ওঠে মন।
বল প্রিয়ে কেমন আছেন প্রাণ ধন॥
কার মুখে শুনিয়াছ এদারুণ কথা।
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত দিলে মর্ম্ম ব্যথা॥
ভাই বন্ধু সকলে গেল না কেন মরে।
তার ভাল মন্দ হলে বাঁচিব কি করে॥

এই বলিতে বলিতে বিদ্যুল্লতার গলা ধরিয়া কপট রোদন করিতে লাগিলেন। এবং রমণীগণও বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে দর্শন ও হাস্য করিতে লাগিলেন।

(কৃষকের বেশে স্বর্ণলতার প্রবেশ।)

স্বর্ণ।—মহারাজ! আমার জোতের যে তিন কুড়ো জমী ছিল তাতে তো এবার জল উঠ্‌তে আরম্ভ হয়েছে, এখন উপায়?

মনো।—শীঘ্র শীঘ্র নাঙল দে ফসল তৈএর কর, তাহলে আর জল উঠে কি করবে।

স্বর্ণ।— আজ কাল তো তাতে কিছু করবার যো নেই।

মনো।—কেন?।

স্বর্ণ।—সে জমী ইজারা লয়ে বাল্য জমীদারে।
নিরন্তর ভ্রমিতেছে তার ধারে ধারে॥
ভয়রূপ লেঠেরা ঘুরিচে সদা তায়।
কার সাধ্য বল সে জমীর ধারে যায়॥
জন্মিয়াছে তাহে লজ্জা রূপ তৃণ দল।
বার বর্ষ গত হলো না জন্মিল ফল॥
কেবল দিয়েছে দেখা কুচের লক্ষণ।
ফসলের কিছু মাত্র না করি দর্শন॥
গরীব আমরা ওহে শুন নৃপবর।
কত দিন দিব বল সুধু কুচে কর॥

তদনন্তর আর আর রমণীগণ, ধাত্রী, কুম্ভকার প্রভৃতি মানবের সজ্জা করিয়া নানা প্রকার আমোদ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা এমত অশ্লীল যে তাহা লেখনীতে লিখিতে অশক্ত।

উদয়চাঁদ।—দাদা মশাই! আসুন আমরা এখন বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে যাই, সব মেয়েরা আশ্চে কি মনে কর্‌বে।

বলাই।—গোঁসাই জি! আসুন আমরা বাইরে যাই।

সন্ন্যাসী।—চলুন তাতে কিছু ক্ষতি নাই কিন্তু আমিত কাদা মাটি দেখে হত বুদ্ধি হয়েচি, এ কাণ্ড খানা কি? চল এখন বাইরে যাই [এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান]।

ষষ্ঠাঙ্ক সমাপ্ত।

অনঙ্গ মোহনের প্রবেশ।

অনঙ্গ।—বড় বৌ ভাত্ হয়েচে গা, বেলা হলো যে, আমি স্কুলে যাব না ?

গোলা।—আজ্ পড়েতে যাবে কেমন করে ভাই ! আজ যে একটু দরকার আছে।

অনঙ্গ।—ভাল যদি দরকার থাকে তো না হয় একটার সময় ছুটি করে আসবো, এখন না গেলে সায়েব আবার [এব্সেন্ট] করবে, তা আমি এখন তবে চল্লুম্।

গোলা।—এস কিন্তু যেন সেখানে কিছু খেও টেওনা, আজ কিছু খেতে নেই।

অনঙ্গ।—তা আচ্ছা [এই বলিয়া প্রস্থান]

গোলা।—মেজো বৌ! তুই খানিক্টে পিটুলি বাঁট-দেকি বেলা গেল যে ?

লবঙ্গ।—তা অনেকক্ষণ হয়েচে এই ন্যাও।

গোলা।—তা আমিও নে কি ধোঁ দেব, তুই একুশটে ছেলে আর একটা মেয়ে গড়্, আমি আর আর কর্ম্ম করি।

লবঙ্গ।—আমি মেয়ে গড়্তে পারবো না, দেখ ঈশ্বর রমণীগণের সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁকে কত নিন্দে করি, আর আমরা নিজে কেমন করে সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব, বরঞ্চ আমি একুশটে ছেলে গড়ে দিচ্চি।

গোলা।—তা তুই ছেলে গড়্, আমি মেয়ে গড়ে দিই।

(এই বলিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক চূর্ণ ও হরিদ্রা আনয়ন করিয়া পিটুলির সহিত মিশ্রিত করিলেন

এবং মনোযোগ করিয়া গঠন করিতে আরম্ভ করিলেন)

[নেপথ্যে ঝম্ ঝম শব্দে গহনার বাদ্য হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহিলা গণের প্রবেশ ও উপবেশন।]

(পরামাণিকের প্রবেশ।)

পরামাণিক।—হাঁগা! তোমাদের পুনঃবে হবেনা?

গোলা।—[সসম্ভ্রমে গাত্রে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া, অতি মৃদুস্বরে]তুমি ততক্ষণ একটা বটের ডাল আন দিকি।

পরা।—যে আজ্ঞা, (বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান।)

মনো।—কৈ গো বেলা গেল যে, এখন যে কিছুই উয়্যুগ সুয়্যুগ দেখ্‌চিনে, এতক্ষণ কি সব নাকে শর্ষের তেল দে ঘুমুচ্চিস্ নাকি?

গোলা।—আমরা দুই জায় কদিক করবো? ভাই, তোরাত পারত পক্ষে একবার আসিস্‌নে, যখন দেখিস যে না এলে মন্দ হয়, তখনই একবার উকি মারিস, তা যাহক্ তুই ভাই ততক্ষণ নৈবিদ্দি কখানা কর্ দিকি। আমি একটু কাদা এনে ষষ্ঠী বসাবার বেদীটে করি।

মনো।—তা আচ্ছা।

অনঙ্গ।—কৈ এখন কিছু উদ্যোগ হয়নি, আমায় ভাত দাও আমার বড় খিদে পেয়েচে।

বিম।—(অতি মৃদুস্বরে) ঠাকুরপোর বড় খিদে পেয়েচে বটে এই বে হলেই আশমিটিয়ে খাবেন এখন।

(এই বলিয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন।)

গোলা।—(উৎফুল্ল নয়নে) ঠাকুরপো না এয়েচে? কে কতা কইতে ছিল?

বিম।—হাঁ তিনি অনেক্ষণ এয়েচেন, বড় খিদে খিদে বল্‌ছিলেন।

গোলা।—আহা! খিদে পাবে না, কচিছেলে বৈত নয়, বেলা একেবারে গেচে, তা তোরা ভাই শিগ্‌গির শিগ্‌গির ওদের হল্‌দ মাকিয়ে নাইয়ে দে না।

মনো।—একটা মাদুর চাই যে ভাই! তাইতে বসিয়ে হল্‌দ মাখাতে হবে।

গোলা।—ঐ রকে মাদুর রয়েচে ন্যাওনা।

মনো।—(মুখ ফিরাইয়া) ও সদী ঐ মাদুরটো দে না ভাই! বড়বৌ! ওঁদের ডেকে দাও, শিগ্‌গির হল্‌দ মাকিয়ে দিই।

সৌদা।—এই মাদুর ন্যাও?

মনো।—ঐ খানে পেতে দাও।

গোলা।—মালতীর হস্ত ধারণ করিয়া এই মাদুরে বস, আমি আসি; (এই বলিয়া অন্য এক গৃহ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক) ঠাকুরপো! একবার এই দিকে এস দিকি।

অনঙ্গ।—আমি যাচ্চি তুমি এগোও।

গোলা।—যাই বল্লে হবে না, বেলা গেচে, সে আর কত-ক্ষণ উপস করে থাক্‌বে? এস না তোমাকে আবার ধরে নে যেতে হবে?

অনঙ্গ।—না না আমি যাচ্চি, তুমি চল [এই বলিয়া তথায় গমন করিলেন।]

গোলা।—ঐ মাদুরে বসো।

অনঙ্গ।—[লজ্জায় নম্র মুখ হইয়া] এই বসেচি ন্যাও এখন কি কত্তে হবে?

গোলা।—তোমাকে আর কিছু কত্তে হবে না, তুমি চুপ করে বসো। (এই বলিয়া সেই সর্ব্বজন সমক্ষে কনকচাঁপার গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া হরিদ্রা মাখাইতে আরম্ভ করিলেন এবং কেহ কেহ বিবিধ প্রকার তামাসা করত অনঙ্গমোহনকে তৈল মাখাইতে আরম্ভ করিলেন।)

[পুরোহিতের প্রবেশ।]

পুরো।—কৈগো সব উদ্যোগ হয়েচে?

অনঙ্গ।—আস্‌তে আজ্ঞা হউক, প্রাতঃ প্রণাম হই।

পুরো।—"কল্যাণং জয়স্তু।"

অনঙ্গ।—আজ্ঞা সব হয়েচে, আপনি দাওয়ায় বসুন, স্নান করি।

পুরো।—হাঁ বসি (পরামাণিকের প্রতি) এক ছিলিম তামাক খাওয়া দিকি।

পরামা।—যে আজ্ঞা, খাওয়াই।

বলাই।—আসুন মশাই! এক জায়গায় থেকে বেড়িয়ে আসি।

সন্ন্যা।—তা চলুন বেড়িয়ে আসিগে, বসে বসে কি করি, [এই বলিয়া উদয় চাঁদের বাটীতে উপনীত হইয়া পূর্ব্ববৎস্থানে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।]

গোলা।—(কপাটের অন্তরাল হইতে) ও ঠাকুর্ঝি! ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দিকি যে, সোমবার হলে কি হয়?

পুরো।—(স্বগতঃ) [এই বেলাত কিছু মত্তে হবে, বেটীত ছমাসে কিছু কর্ম্ম করে না] [প্রকাশে] হাঁ বলি [এই

বলিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করতঃ] আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে যে যথা—

সোমে ঋতুমতী নারী পক্ষান্তে বিধবা ভবেৎ।
দেবরো যাতি মাসান্তে যমস্য সুভমালয়ং॥
প্রাণি গ্রাহস্য জনকঃ দ্বিমাসান্তে ভবেন্মৃতঃ।
বৎসরে জননী যাতি সর্ব্বোচ্ছেদং দিনে দিনে॥

যখন পঞ্চ পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত বাসের জন্য বন গমন করেন, তখন ভীম কৃতাঞ্জলী পুটে কুন্তীকে এই বচন বলিয়া ছিলেন।

পরামা।—ঠাকুর মশাই! তামাক ইচ্ছা করুন।

পুরো।—দাও [বলিয়া হস্ত প্রসারণ।]

অনঙ্গ।—মশাই! ভীমের ও বচনটি বলবার আবশ্যক কি?

পুরো।—এ বলবার তাৎপর্য্য যে, মা! দূর্য্যোধনের বংশে বাতি দিতে থাকবে না।

অনঙ্গ।—তা-ত নয় মশাই! আমরা পাঁজিতে দেখেচি যে "আদিত্যে বিধবা নারী সোমে চৈব পতিব্রতা" ইহার অর্থ নাকি সোমবার ঋতুমতী হলে পতিব্রতা হয়?

পুরো।—আঃ পাঁজিতে সকল সত্তি লেখে? তারা পয়সা পাবার আশায় দুটো ভাল কথা এনে বসায়, আমিত আর তা পারবো না, আমার ইচ্ছা যে তোমাদের সোনার দোত কলম হউক, তা যদি বল যে, ও বচন বলবার আবশ্যক কি? তা আমি যে তোমাদের কতদূর মঙ্গল প্রার্থনা করি, তা তোমরা বুঝ্‌তে পার না?

এই বেলা চাট্টি ধান ও একটু সোনা রুপা উৎসর্গ কল্লে আর কিছুই হবে না।

গোলা।—[অতি মৃদুস্বরে] বলি ও নাপ্তেবৌ! তুই ওঁকে বারণ কর্, উনি যেন ও গোঁয়ারের কথায় রাগ করেন না, আমি সোনা রুপো এবং ধান দিচ্চি তার আর কি। [এই বলিয়া তথায় সমর্পণ।]

অনঙ্গ।—এতে আর গোঁয়ার ফোঁয়ার কি, আমি দেখে ছিলুম তাই বল্লেম।

গোলা।—ন্যাও তোমার আর বুড়ো চ্যাঙে থাবা দিতে হবে না, সাটের কোলে যেমন করে হউক এত বয়স হলো, তবু জ্ঞান হলো না, একটু মন্নির ভয় নেই।

অনঙ্গ।—[মৃদুস্বরে আচ্ছা বলিয়া পীঠিকার উপর আরোহণ করিলেন।]

গোলা।—নিন্ আপনি মন্ত্র পড়ান, ছুঁড়ী একেবারে মরে গেল।

পুরো।—হা পড়াই, [বলিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করত সসব্যস্তে] কৈ যজ্ঞেশ্বরের ডোঙা হয় নি, করচো কি?

অনঙ্গ।—[স্বগতঃ] বেস এঁর যত বিদ্যে, তাত এক আঁচড়েই বোঝা গেছে, যা হউক খানিক তামাসা করাযাক্ [প্রকাশে] বলি মশাই! তার ত এখন দরকার নেই?

পুরো।—এখন দরকার নেইত কখন দরকার?

অনঙ্গ।—শুনিচি যে আপনি বৃষাভরণ গলায় দে বস্‌লে, তবে আমি সেই আপনার দিব্যমূর্ত্তি দর্শন কত্তে কত্তে যজ্ঞেশ্বরের ডোঙা উৎসর্গ কর্‌বো।

পুরো।—[স্বগতঃ] হবে-ও বা [প্রকাশে] হাঁ হাঁ আমি

ওটা বিস্মৃত হয়েছিলুম, তা যা হউক তোমাদের এখানে বৃষাভরণ মিল্‌বে ?

অনঙ্গ।—না মশাই।

পুরো।—[পরামাণিকের প্রতি] ওহে তুমি চট্‌করে আমাদের বাড়ী গে মেয়েদের কাছে থেকে আমার নাম করে একটা বৃষাভরণ চেয়ে আন দিকি ?

পরামা।—এতে আবার বৃষাভরণ কেন ?

পুরো।—দরকার আছে, তোর আর পণ্ডিতি কত্তে হবে না, তুই চট্‌ করে যা।

পরামা।—[স্বগতঃ] খেলে বামন কচুপোড়া, তা যা হগ্‌গে আমি যাইনা কেন, (এইবলিয়া তথা হইতে প্রস্থান।)

পুরো। তাততক্ষণ অন্য অন্য কর্ম্ম সারা যাকনা কেন,কি বল ?

অনঙ্গ।—(ঈষৎহাস্য করত) তা বলুন।

পুরো।—বৌ মা ! তুমি একটু সিঁদূর আঙুলে করে নে বাবাজির কপালে ধর দিকি।

অনঙ্গ।—বলুন কিছু মন্ত্র আছে কি ?

পুরো।—হাঁ আছে বৈ কি ? বৌ মা! বল "তোমার কপালে দিলেম ফোঁটা, যমের দোয়ারে পল্লো কাঁটা"।

অনঙ্গ।—মশাই ! আমরা অনেক দ্বিতীয় বিবাহের কথা শুনিচি এবং দেখিচি কিন্তু এরকম ফোঁটা দিতে তো কখন দেখিনি ?

পুরো।—তবে কেমন করে দেয়?

অনঙ্গ।—এ ফোঁটা ত স্ত্রীলোকে স্বামীর কপালে দেয় না, এ পুরোহিতের কপালে দেয়।

পুরো।—তা হবেও বা, দেশ ভেদে এরকম অনেক দেখা হয়েচে, তোমাদের সাণ্ডিল্যগোত্র বটে ?

অনঙ্গ।—আজ্ঞে হাঁ।

পুরো।—তাইতে, তবে বৌ মা! আমার কপালেই দাও।

মালতী।—[মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তাহার ললাটে সিঁন্দূর সমর্পণ করিলেন।]

পরামা।—[স্বগতঃ] বৃষাভরণ না আন্তে আন্তেই এই যে উৎসর্গ হয়ে গেচে, (প্রকাশে) না ঠাকুর মশাই! তিনি দিলেন না, তিনি বল্লেন যে, আমরা দেখেচি যে, বৃষাভরণ আদ্য শ্রাদ্ধের সময় ষাঁড়ের গলায় দেয়, তা দ্বিতীয় বে তে কার্ গলায় দিতে হবে ?

পুরো।—তা তুই বল্লিনে কেন যে, এতে পুরুতের গলায় দিতে হয়।

পরামা।—তাকি বল্‌তে কসুর করেচি।

অনঙ্গ।—(স্বগতঃ) ইনিত দেখ্‌চি, মা স্বরস্বতীর তেজ্যপুত্র, ওঁর সঙ্গে তামাসা কত্তে গেলে ত রাতহয়ে পড়ে (প্রকাশে) মশাই! যজ্ঞেশ্বরের ডোঙার এবং আপনার বৃষাভরণের মূল্য ধরে দেওয়া যাবে, এখন আপনি শিগ্‌গির নিউন রাত হলো।

পুরো।—তা আচ্ছা সূর্য্যের ধ্যান কর।

অনঙ্গ।—বলুন।

পুরো।—বল "অস্তিকস্য মণিমাতা ভগ্নী বাসুকীস্তথা গড়ুর গড়ুর গড়ুর"।

অনঙ্গ।—হয়েচে, তার পর ?

পুরো।—হাঁ তার পর চোক্ বুজিয়ে ভাবনা কর, গঙ্গার

পশ্চিম ধারে সূর্য্যের ন্যায় মূর্ত্তি দুহাত তুলে তোমাকে অভয় প্রদান কচ্চেন।

অনঙ্গ।—তার পর বলুন।

পুরো।—তার পর তোমার আংটীটে ডানহাতে করে নে বৌমার নাভিকুণ্ডের ধার দে হাতের পোঁচা পর্য্যন্ত চালিয়ে দেও দিকি।

অনঙ্গ।—(সক্রোধে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) কেন ফলার কত্তে হবে নাকি? কচুপোড়া খাও, এই সব জিনিষ পত্র রইল, আমি চল্লেম। (এই বলিয়া তথা হইতে গমন এবং পুরোহিতও অপ্রস্তুত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।)

সন্ন্যা।—মশাই! আমার ঢের দেখা হয়েচে, এক্ষণে আমার এমন ইচ্ছা হচ্চে যে, আমি আপনাদের সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দিই। তা যাহউক দেখুন! আমি বহু দিন সন্ন্যাসাশ্রমে অবজ্ঞা করিয়া দেশ পর্য্যটন করিতেছি। এক্ষণে আমার এরূপ প্রতীতি হইয়াছে যে, জীবগণের কুত্রাপি সুখ নাই। তারা কেবল দুঃখভার বহনের নিমিত্ত এই ধরণীক্ষেত্রে জন্মপরিগ্রহ করে। অতএব জীবগণের কর্ত্তব্য যে, তারা অনিত্য সুখ ইচ্ছা পরিহার পূর্ব্বক মুক্তিমার্গ অন্বেষণে যত্নবান হয় কিন্তু তাহাতে সকলেই বিমুখ, তা যা হউক আমি এক্ষণে আপন অভীষ্ট লাভ বাসনায় গমন করিলাম। এই বলিয়া আপন বাঞ্ছিত দিকে প্রস্থান করিলেন এবং বলাইচাঁদও হাস্য করিতে করিতে আপনার আলয়ে গমন করিলেন।

সপ্তমাঙ্ক সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।

BRITISH MUSEUM 12 JA 71